রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ **“জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক”**

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, জানুয়ারি ৩০, ২০২২

[বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শিল্প মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৭ পৌষ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/১১ জানুয়ারি, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

এস, আর, ও, নং-০৯-আইন/২০২২।—বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১৯ নং আইন) এর ধারা ১৯ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কেন্দ্র, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিল, যথা:—

প্রথম অধ্যায়

সূচনা

১। **শিরোনাম ও প্রযোজ্যতা।**—(১) এই প্রবিধানমালা বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০২২ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই প্রবিধানমালা বিটাকের সকল সার্বক্ষণিক কর্মচারীর জন্য প্রযোজ্য হইবে।

(৩) সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হইতে প্রেষণে নিয়োজিত অথবা বদলি, চুক্তি বা খণ্ডকালীন ভিত্তিতে নিয়োজিত কর্মচারীর ক্ষেত্রে, এই প্রবিধানমালার কোনো কিছু প্রযোজ্য বলিয়া তাহাদের চাকরির শর্তে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত না থাকিলে, ইহা প্রযোজ্য হইবে না।

মূল্য : টাকা ৪৪.০০

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকিলে, এই প্রবিধানমালায়—

(১) **'অসদাচরণ'** অর্থ চাকরির শৃঙ্খলা বা নিয়মের হানিকর, অথবা কোনো কর্মচারীর পক্ষে শোভনীয় নয় এইরূপ আচরণ এবং নিম্নবর্ণিত আচরণসমূহও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:—

(ক) ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর আইনসঙ্গত আদেশ অমান্যকরণ;

(খ) কর্তব্যে চরম অবহেলা;

(গ) কোনো আইনসঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে বিটাকের কোনো আদেশ, পরিপত্র এবং নির্দেশের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন; এবং

(ঘ) কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট কোনো কর্মচারীর বিরুদ্ধে অসঙ্গাত, বিরক্তিকর, মিথ্যা বা তুচ্ছ অভিযোগ সংবলিত দরখাস্ত দাখিল;

(২) **'উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ'** অর্থ সংশ্লিষ্ট কার্য নিষ্পত্তির জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ হিসাবে বিটাক কর্তৃক মনোনীত কর্তৃপক্ষ;

(৩) **'কর্তৃপক্ষ'** অর্থ নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ বা কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার জন্য তৎকর্তৃক মনোনীত কোনো কর্মচারী;

(৪) **'কর্মচারী'** অর্থ কেন্দ্রের স্থায়ী বা অস্থায়ী কর্মচারী;

(৫) **'জিপিএ'** অর্থ Grade Point Average (GPA);

(৬) **'তফসিল'** অর্থ এই প্রবিধানমালার কোনো তফসিল;

(৭) **'নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ'** অর্থ বিটাকের মহাপরিচালক এবং কোনো নির্দিষ্ট পদে নিয়োগের জন্য বিটাকের মহাপরিচালক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মচারী;

(৮) **'পদ'** অর্থ তফসিলে উল্লিখিত কোনো পদ;

(৯) **'পরিচালনা পর্ষদ'** অর্থ বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) আইন, ২০১৯ এর ধারা ৭ এর অধীন গঠিত পরিচালনা পর্ষদ;

(১০) **'পলায়ন'** অর্থ বিনা অনুমতিতে চাকরি বা কর্মস্থল ত্যাগ অথবা ৬০ (ষাট) দিন বা তদূর্ধ্ব সময় যাবৎ কর্তব্য হইতে অনুপস্থিত, অথবা অনুমতিসহ কর্তব্যে অনুপস্থিতির ধারাবাহিকতায় অনুমোদিত মেয়াদের পর ৬০ (ষাট) দিন বা তদূর্ধ্ব সময় পুনঃঅনুমতি গ্রহণ ব্যতিরেকে অনুপস্থিত, অথবা বিনা অনুমতিতে দেশ ত্যাগ এবং ৩০ (ত্রিশ) দিন বা তদূর্ধ্ব সময় বিদেশে অবস্থান, অথবা অনুমতিসহ দেশ ত্যাগ করিয়া বিনা অনুমতিতে অনুমোদিত সময়ের পর ৬০ (ষাট) দিন বা তদূর্ধ্ব সময় বিদেশে অবস্থান;

(১১) **'প্রয়োজনীয় যোগ্যতা'** অর্থ কোনো পদে নিয়োগের নিমিত্ত উক্ত পদের বিপরীতে উল্লিখিত ন্যূনতম যোগ্যতা;

(১২) **'বিটাক'** অর্থ বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) আইন, ২০১৯ এর ধারা ৩ এর অধীন প্রতিস্থিত বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক);

(১৩) **'শিক্ষানবিশ'** অর্থ কোনো স্থায়ী শূন্য পদের বিপরীতে শিক্ষানবিশ হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত কোনো কর্মচারী;

(১৪) **'সিজিপিএ'** অর্থ Cumulative Grade Point Average (CGPA);

(১৫) **'স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়'** বা **'স্বীকৃত বোর্ড'** বা **'স্বীকৃত ইনস্টিটিউট'** বা **'স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান'** অর্থ কোনো আইন দ্বারা বা আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোনো বিশ্ববিদ্যালয়, বোর্ড, ইনস্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠান এবং সরকার কর্তৃক স্বীকৃত বলিয়া ঘোষিত অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়, বোর্ড, ইনস্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠান; এবং

(১৬) **'সম্মানি'** অর্থ বিশেষ বা কষ্টসাধ্য কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ অনাবর্তক ধরনের নগদ পুরস্কার।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নিয়োগ পদ্ধতি, নিয়োগ ও শিক্ষানবিশি

৩। **নিয়োগ পদ্ধতি।**—(১) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২৯(৩) অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সংরক্ষণ সংক্রান্ত নির্দেশ সাপেক্ষে, যদি থাকে, কোনো পদে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে নিয়োগ প্রদান করা হইবে, যথা:—

(ক) সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে;

(খ) পদোন্নতির মাধ্যমে; এবং

(গ) প্রেষণে বদলির মাধ্যমে।

(২) কোনো ব্যক্তিকে কোনো পদে নিয়োগ করা হইবে না যদি তজ্জন্য তাহার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা না থাকে এবং সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, তাহার বয়স উক্ত পদের জন্য তফসিলে বর্ণিত সর্বোচ্চ বয়স সীমার মধ্যে না হয়।

৪। **সরাসরি নিয়োগ।**—(১) কোনো ব্যক্তি কোনো পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হইবেন না, যদি তিনি—

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক না হন, অথবা বাংলাদেশের স্থায়ী বাসিন্দা না হন, অথবা বাংলাদেশের ডমিসাইল না হন; এবং

(খ) বাংলাদেশের নাগরিক নহেন এইরূপ কোনো ব্যক্তিকে বিবাহ করেন বা বিবাহ করিবার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হন।

(২) কোনো পদে সরাসরিভাবে নিয়োগ করা যাইবে না, যদি—

(ক) উক্ত পদে নিয়োগের জন্য নির্বাচিত ব্যক্তিকে বিটাকের মহাপরিচালক কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত চিকিৎসা পর্ষদ বা চিকিৎসা কর্মকর্তা তাহাকে স্বাস্থ্যগতভাবে উপযুক্ত বলিয়া প্রত্যয়ন না করেন;

(খ) এইরূপ নির্বাচিত ব্যক্তির পূর্ব কার্যকলাপ যথাযোগ্য এজেন্সির মাধ্যমে প্রতিপাদিত হয় এবং দেখা যায় যে বিটাকের চাকরিতে নিয়োগের জন্য তিনি উপযুক্ত নহেন;

(গ) উক্ত পদের জন্য নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দরখাস্ত আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ফিসহ যথাযথ ফরম ও নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে আবেদন দাখিল না করেন; এবং

(ঘ) সরকারি চাকরি বা কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষের চাকরিতে নিয়োজিত থাকাকালীন যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে দরখাস্ত দাখিল না করেন।

(৩) কোনো পদে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে বহুল প্রকাশিত বাংলা ও ইংরেজি ২ (দুই) টি দৈনিক পত্রিকায় উন্মুক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিতে হইবে।

(৪) কোনো পদে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, এতদুদ্দেশ্যে পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক নিযুক্ত বাছাই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে নিয়োগ প্রদান করা হইবে।

(৫) তফসিলে উল্লিখিত কোনো পদ পূরণের ক্ষেত্রে সরাসরি ও পদোন্নতির কোটা বিভাজনে কোনো ভগ্নাংশের সৃষ্টি হইলে উভয় কোটায় ভগ্নাংশ পূর্ণ সংখ্যা হিসাবে পদোন্নতির কোটার সহিত যুক্ত হইবে।

৫। **পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ।**—(১) এতদুদ্দেশ্যে বিটাকের মহাপরিচালক কর্তৃক গঠিত বাছাই বা নির্বাচন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে কোনো পদে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ করা যাইবে।

(২) কোনো ব্যক্তির চাকরির বৃত্তান্ত সন্তোষজনক না হইলে এবং নির্ধারিত মেধা অর্জন না করিলে তিনি কোনো পদে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের জন্য যোগ্য বিবেচিত হইবেন না।

(৩) কোনো পদে পদোন্নতির উদ্দেশ্যে মেধা যাচায়ের জন্য লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কারিগরি ও গবেষণাধর্মী পদের ক্ষেত্রে বাছাই বা নির্বাচন কমিটি স্বীয় পদ্ধতিতে মেধা যাচাইপূর্বক পদোন্নতি প্রদান করিতে পারিবে।

৬। **শিক্ষানবিশি।**—(১) স্থায়ী শূন্য পদের বিপরীতে কোনো পদে নিয়োগের জন্য বাছাইকৃত ব্যক্তিকে শিক্ষানবিশি স্তরে—

(ক) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, স্থায়ী নিয়োগের তারিখ হইতে ২ (দুই) বৎসরের জন্য শিক্ষানবিশ হিসাবে থাকিতে হইবে; এবং

(খ) পদোন্নতির ক্ষেত্রে, এইরূপ নিয়োগের তারিখ হইতে ১ (এক) বৎসরের জন্য নিয়োগ করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া শিক্ষানবিশির মেয়াদ এইরূপ সম্প্রসারণ করিতে পারিবে যাহাতে বর্ধিত মেয়াদ সর্বসাকুল্যে ২ (দুই) বৎসরের অধিক না হয়।

(২) যেইক্ষেত্রে কোনো শিক্ষানবিশের শিক্ষানবিশি মেয়াদ চলাকালীন নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করে যে, তাহার আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক নহে বা তাহার কর্ম দক্ষ হইবার সম্ভাবনা নাই সেইক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ—

(ক) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, শিক্ষানবিশের চাকরির অবসান ঘটাইতে পারিবে; এবং

(খ) পদোন্নতির ক্ষেত্রে, তাহাকে যে পদ হইতে পদোন্নতি প্রদান করা হইয়াছিল সেই পদে প্রত্যাবর্তন করাইতে পারিবে।

(৩) শিক্ষানবিশির মেয়াদ, বর্ধিত মেয়াদ থাকিলে তাহাসহ, সম্পূর্ণ হইবার পর নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ—

(ক) যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, শিক্ষানবিশির মেয়াদ চলাকালীন কোনো শিক্ষানবিশের আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক ছিল, তাহা হইলে উপ-প্রবিধান (৪) এর বিধান সাপেক্ষে, তাহাকে চাকরিতে স্থায়ী করিবেন এবং স্থায়ী শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি চাকরিতে যোগদানের তারিখ হইতে চাকরিতে স্থায়ী হইবেন; এবং

(খ) যদি বিবেচনা করে যে, উক্ত মেয়াদ চলাকালীন শিক্ষানবিশের আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক ছিল না, তাহা হইলে উক্ত কর্তৃপক্ষ—

(অ) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, তাহার চাকরির অবসান ঘটাইতে পারিবে; এবং

(আ) পদোন্নতির ক্ষেত্রে তাহাকে যে পদ হইতে পদোন্নতি প্রদান করা হইয়াছিল সেই পদে প্রত্যাবর্তন করাইতে পারিবে।

(৪) কোনো শিক্ষানবিশকে কোনো নির্দিষ্ট পদে স্থায়ী করা হইবে না যতক্ষণ না প্রবিধানমালার আদেশবলে, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক, সময় সময়, যেই পরীক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণের ব্যবস্থা করা হইবে সেই পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হইবেন ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিবেন।

(৫) যেই সকল কর্মচারীর বয়স ৫০ (পঞ্চাশ) বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে সেই সকল কর্মচারীকে তফসিলে বর্ণিত পদের শিক্ষানবিশকাল শেষ হইবার ১ (এক) বৎসরের মধ্যে স্থায়ী হইবার ক্ষেত্রে উপ-প্রবিধান (৪) এ বর্ণিত পরীক্ষা বা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিতে হইবে না।

(৬) অস্থায়ীভাবে সৃষ্ট পদে অস্থায়ীভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি শিক্ষানবিশ হিসাবে গণ্য হইবেন না, তবে অস্থায়ী পদ যেই তারিখে স্থায়ী হইবে, সেই তারিখ হইতে উক্ত ব্যক্তির চাকরি উক্ত পদে স্থায়ী হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়

চাকরির সাধারণ শর্তাবলি

৭। **যোগদানের সময়।**—(১) এক চাকরিস্থল হইতে অন্য চাকরিস্থলে বদলির ক্ষেত্রে কোনো নূতন পদে যোগদানের জন্য কোনো কর্মচারীকে নিম্নরূপ সময় প্রদান করা হইবে, যথা :—

(ক) প্রস্তুতির জন্য ৬ (ছয়) দিন; এবং

(খ) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত পন্থায় ভ্রমণে প্রকৃতপক্ষে অতিবাহিত সময়:

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-প্রবিধান অনুযায়ী যোগদানের সময় গণনার উদ্দেশ্যে সাপ্তাহিক ছুটির দিন গণনা করা হইবে না।

(২) বিশেষ ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন কোনো কর্মচারীর প্রাপ্য যোগদানের সময় হ্রাস বা বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(৩) কোনো কর্মচারী এক চাকরিস্থল হইতে অন্যত্র বদলি বা চাকরিস্থল পরিবর্তন করিতে হয় এইরূপ কোনো নূতন পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হইলে, তাহার অব্যবহিত পূর্ববর্তী চাকরিস্থল, বা যে স্থানে তিনি নিয়োগের বা বদলির আদেশ পাইয়াছেন, এই দুইয়ের মধ্যে যে স্থান কর্মচারীর জন্য অধিকতর সুবিধাজনক হয়, সেই স্থান হইতে তাহার যোগদানের সময় গণনা করিতে হইবে।

(৪) যদি কোনো কর্মচারী এক চাকরিস্থল হইতে অন্য চাকরিস্থল, বা এক পদ হইতে অন্য পদে, যোগদানের অন্তর্বর্তীকালীন সময় ছুটি গ্রহণ করেন, তবে তাহার দায়িত্ব হস্তান্তর করিবার পর হইতে যে সময় অতিবাহিত হইবে তাহা, মেডিকেল সার্টিফিকেট দাখিল করিয়া ছুটি গ্রহণ না করিলে, ছুটির অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(৫) সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মচারী যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সরাসরি নিয়োগ প্রাপ্ত হইলে তাহাদের পূর্বের চাকরির মেয়াদকাল শুধু পেনশন স্কিম, সিপিএফ বা গ্রাচ্যুইটি বিষয়ক আর্থিক সুবিধা গ্রহণের ক্ষেত্রে গণনা করা হইবে এবং এই ক্ষেত্রে পূর্বের কর্মস্থলের পেনশন স্কিম, সিপিএফ বা গ্রাচ্যুইটি স্থানান্তরিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, পূর্বের চাকরিস্থল হইতে প্রাপ্ত পেনশন স্কিম, সিপিএফ বা গ্রাচ্যুইটি গ্রহণকারী ব্যক্তির জন্য ইহা প্রযোজ্য হইবে না এবং পূর্বের চাকরিকাল জ্যেষ্ঠতার ক্ষেত্রে গণনাযোগ্য হইবে না।

৮। **বেতন ও ভাতা।**—সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময় যেইরূপ নির্ধারিত হইবে, কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা সেইরূপ হইবে।

৯। **প্রারম্ভিক বেতন।**—(১) কোনো পদে কোনো কর্মচারীকে প্রথম নিয়োগের সময় উক্ত পদের জন্য নির্ধারিত বেতনক্রমের সর্বনিম্ন বেতনই হইবে তাহার প্রারম্ভিক বেতন।

(২) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিশেষ মেধার স্বীকৃতিস্বরূপ তাহাকে, উপরিউক্ত বাছাই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে উচ্চতর প্রারম্ভিক বেতন প্রদান করা যাইতে পারে।

(৩) সরকার কর্মচারীর বেতন সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে, সময় সময়, যে নির্দেশ জারি করিবে তদানুসারে বিটাকের কর্মচারীর বেতন সংরক্ষণ করা যাইতে পারে।

১০। **পদোন্নতির ক্ষেত্রে বেতন।**—কোনো কর্মচারীর পদোন্নতির ক্ষেত্রে যে পদে তাহাকে পদোন্নতি প্রদান করা হইয়াছে সাধারণত সেই পদের জন্য বেতনক্রমের সর্বনিম্ন স্তরে তাহার বেতন নির্ধারিত হইবে এবং উক্ত সর্বনিম্ন বেতন অপেক্ষা তাহার পূর্বের পদে প্রাপ্ত স্কেলের বেতন উচ্চতর হইলে, উচ্চতর পদের জন্য প্রাপ্য বেতনক্রমে তাহার পূর্ব পদের মূল বেতনের অব্যবহিত উপরের স্তরে তাহার বেতন নির্ধারিত হইবে।

১১। **বেতন বর্ধন।**—(১) বেতন বর্ধন স্থগিত করা না হইলে, সাধারণত সময়মত নির্ধারিত বেতন বর্ধন মঞ্জুর করা হইবে।

(২) বেতন বর্ধন স্থগিত করা হইলে, উহা যে মেয়াদ পর্যন্ত স্থগিত করা হইবে, স্থগিতকারী কর্তৃপক্ষ উক্ত মেয়াদ উল্লেখ করিবে।

(৩) কোনো শিক্ষানবিশ সাফল্যজনকভাবে শিক্ষানবিশকাল সমাপ্ত না করিলে এবং চাকরিতে স্থায়ী না হইলে তিনি বেতন বর্ধনের অধিকারী হইবেন না।

(৪) প্রশংসনীয় বা অসাধারণ কর্মের জন্য কর্তৃপক্ষ কোনো কর্মচারীর একসঙ্গে অনধিক ২ (দুই) টি বিশেষ বেতন বর্ধন মঞ্জুর করিতে পারিবে।

১২। **জ্যেষ্ঠতা।**—(১) এই প্রবিধানমালার অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, কোনো পদে কোনো কর্মচারীর জ্যেষ্ঠতা সেই পদে তাহার যোগদানের তারিখ হইতে গণনা করা হইবে।

(২) একই সময় একাধিক কর্মচারী নিয়োগপ্রাপ্ত হইলে তাহাদের মেধা তালিকা অনুসারে সংশ্লিষ্ট বাছাই কমিটি যে সুপারিশ করিবে সেই সুপারিশের ভিত্তিতে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ উক্ত কর্মচারীর পারস্পরিক জ্যেষ্ঠতা স্থির করিবে।

(৩) একই বৎসর বা সময় সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের উপর পদোন্নতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ জ্যেষ্ঠতা পাইবেন।

(৪) যেইক্ষেত্রে একাধিক ব্যক্তিকে একই সময় পদোন্নতি প্রদান করা হইবে, সেইক্ষেত্রে যে পদ হইতে পদোন্নতি প্রদান করা হইয়াছে সেই পদে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদে তাহাদের পারস্পরিক জ্যেষ্ঠতা স্থির করিতে হইবে।

(৫) পদের সহিত সম্পৃক্ত বিষয়ের উপর উচ্চ শিক্ষা, প্রশিক্ষণ বা প্রেষণে থাকাকালীন পদোন্নতির সময় হইলে তিনি ফিরিয়া আসিবার পর মেধা যাচাইপূর্বক তাহাকে পদোন্নতি প্রদান করা হইবে এবং এই ক্ষেত্রে পরে পদোন্নতি পাইলেও তাহার জ্যেষ্ঠতা অক্ষুণ্ন থাকিবে।

(৬) বিভিন্ন পদের সমন্বিত জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রেডের প্রারম্ভিক পদে নিয়মিত যোগদানের তারিখের ভিত্তিতে সমন্বিত জ্যেষ্ঠতা নির্ধারিত হইবে।

(৭) বিটাক ইহার কর্মচারীদের জ্যেষ্ঠতার তালিকা রক্ষণাবেক্ষণ করিবে এবং সময় সময় তাহাদের অবগতির জন্য প্রকাশ করিবে।

১৩। **পদোন্নতি**।—(১) তফসিলের বিধানাবলি সাপেক্ষে, কোনো কর্মচারীকে পরবর্তী উচ্চতর পদে পদোন্নতির জন্য বিবেচনা করা যাইতে পারে।

(২) কেবল জ্যেষ্ঠতার কারণে কোনো ব্যক্তি অধিকার হিসাবে তাহার পদোন্নতি দাবি করিতে পারিবে না।

(৩) জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ এর গ্রেড ৫ (টাকা ৪৩,০০০—৬৯,৮৫০) ও তদূর্ধ্ব বেতনক্রমের পদে পদোন্নতি মেধা ও জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে হইবে।

১৪। **প্রেষণ ও পূর্বস্বত্ব**।—(১) উপ-প্রবিধান (২) এর বিধান সাপেক্ষে, বিটাক যদি বিবেচনা করে যে, বিটাকের কোনো কর্মচারীর পারদর্শিতা বা তৎকর্তৃক গৃহীত বিশেষ প্রশিক্ষণ অন্য কোনো কর্পোরেশন বা সংস্থা, অতঃপর হাওলাত গ্রহীতা কর্পোরেশন বা সংস্থা বলিয়া উল্লিখিত, এর জন্য প্রয়োজনীয়, তাহা হইলে বিটাক এবং হাওলাত গ্রহীতা কর্পোরেশন বা সংস্থার মধ্যে পারস্পরিকভাবে সম্মত মেয়াদে ও শর্তাধীনে হাওলাত গ্রহীতা কর্পোরেশন বা সংস্থায় অনুরূপ বা সদৃশ পদে কর্মরত থাকিবার জন্য কোনো কর্মচারীকে নির্দেশ প্রদান করা যাইতে পারে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো কর্মচারীকে তাহার সম্মতি ব্যতিরেকে হাওলাত গ্রহীতা কোনো কর্পোরেশন বা সংস্থায় কর্মরত থাকিবার নির্দেশ প্রদান করা যাইবে না।

(২) কোনো কর্পোরেশন বা সংস্থা উক্ত কর্পোরেশন বা সংস্থায় বিটাকের কোনো কর্মচারীর চাকরির আবশ্যকতা রহিয়াছে বলিয়া বিবেচনা করিলে বিটাকের নিকট অনুরূপ আবশ্যকতার কারণ বর্ণনা করিয়া তাহাকে প্রেষণে বদলির অনুরোধ জানাইবে এবং উক্ত অনুরোধ প্রাপ্তির পর বিটাক উক্ত কর্মচারীর সম্মতি লইয়া হাওলাত গ্রহীতা কর্পোরেশন বা সংস্থা কর্তৃক উল্লিখিত শর্তের ভিত্তিতে তাহার প্রেষণের শর্ত নির্ধারণ করিবে।

(৩) উপ-প্রবিধান (২) এর বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, প্রেষণে বদলির শর্তে নিম্নরূপ বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথা:—

(ক) প্রেষণে বদলির সময়কাল, ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র ব্যতীত, ৩ (তিন) বৎসরের অধিক হইবে না;

(খ) বিটাকের চাকরিতে উক্ত কর্মচারীর পূর্বস্বত্ব থাকিবে এবং প্রেষণের সময়কাল শেষ হইবার পর বা তৎপূর্বেই ইহার অবসান ঘটিলে তিনি বিটাকের চাকরিতে প্রত্যাবর্তন করিবেন; এবং

(গ) হাওলাত গ্রহীতা কর্পোরেশন বা সংস্থা কর্মচারীর ভবিষ্যৎ তহবিল ও পেনশন তহবিল, যদি থাকে, তবে উহাতে অর্থ পরিশোধের নিশ্চয়তা বিধান করিবে।

(৪) কোনো কর্মচারী প্রেষণে থাকাকালীন বিটাকে পদোন্নতির জন্য বিবেচনাযোগ্য হইলে তাহার পদোন্নতির বিষয় অন্যান্যের সহিত একত্রে বিবেচনা করিতে হইবে এবং পদোন্নতি কার্যকর করিবার জন্য তাহাকে বিটাকে প্রত্যাবর্তন করাইতে হইবে।

(৫) কোনো কর্মচারী প্রেষণে থাকাকালীন তাহার পদোন্নতি কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে বিটাক তাহাকে ফেরত চাহিলে, তিনি যদি যথাসময়ে ফেরত না আসেন, তবে পদোন্নতি প্রদত্ত পদে তাহার জ্যেষ্ঠতা তাহার প্রকৃত যোগদানের তারিখ হইতে গণনা করা হইবে।

(৬) যদি কোনো কর্মচারীকে হাওলাত গ্রহীতা কর্পোরেশন বা সংস্থার স্বার্থে প্রেষণে থাকিবার অনুমতি প্রদান করা হয়, তাহা হইলে কোনো আর্থিক সুবিধা ব্যতীত Next Below Rule অনুযায়ী পদোন্নতি প্রদত্ত পদে তাহার জ্যেষ্ঠতা রক্ষা করা হইবে।

(৭) শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে হাওলাত গ্রহীতা কর্পোরেশন বা সংস্থার প্রেষণে কর্মরত কর্মচারীর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে বিটাকের ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা হাওলাত গ্রহীতা কর্পোরেশন বা সংস্থা বিটাককে অবিলম্বে অবহিত করিবে।

(৮) প্রেষণে কর্মরত কোনো কর্মচারীর বিরুদ্ধে গৃহীত শৃঙ্খলামূলক কার্যধারায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে হাওলাত গ্রহীতা কর্পোরেশন বা সংস্থা যদি এইরূপ বিবেচনা করে, তাহার উপর কোনো দণ্ড আরোপ করা আবশ্যক, তাহা হইলে উক্ত কর্পোরেশন বা সংস্থা উহার রেকর্ড বিটাকের নিকট প্রেরণ করিবে এবং অতঃপর বিটাক যেইরূপ প্রয়োজন বলিয়া বিবেচনা করিবে সেইরূপ আদেশ প্রদান করিবে।

চতুর্থ অধ্যায়

ছুটি, ইত্যাদি

১৫। **বিভিন্ন প্রকারের ছুটি**।—(১) কোনো কর্মচারী নিম্নবর্ণিত যে কোনো ধরনের ছুটি প্রাপ্য হইবেন, যথা:—

(ক) পূর্ণ গড় বেতনে ছুটি;

(খ) অর্ধ গড় বেতনে ছুটি;

(গ) প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি;

(ঘ) অসাধারণ ছুটি;

(ঙ) বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি;

(চ) সঙ্গারোধ ছুটি;

(ছ) প্রসূতি ছুটি;

(জ) অবসরোত্তর ছুটি;

(ঝ) অধ্যয়ন ছুটি; এবং

(ঞ) নৈমিত্তিক ছুটি।

(২) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কোনো কর্মচারীকে বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি ও অধ্যয়ন ছুটি ব্যতীত অন্যবিধ ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবে এবং উক্ত ছুটি সাপ্তাহিক ছুটি বা সরকারি ছুটির সহিত সংযুক্ত করিয়াও প্রদান করা যাইতে পারে।

(৩) বিটাকের পূর্বানুমোদন লইয়া উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি ও অধ্যয়ন ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবে।

১৬। **পূর্ণ গড় বেতনে ছুটি**।—(১) প্রত্যেক কর্মচারী তৎকর্তৃক দায়িত্ব পালনে অতিবাহিত কার্যদিবসের $\frac{১}{১১}$ হারে পূর্ণ গড় বেতনে ছুটি অর্জন করিবেন এবং পূর্ণ গড় বেতনে প্রাপ্য এককালীন ছুটির পরিমাণ ৪ (চার) মাসের অধিক হইবে না।

(২) অর্জিত ছুটির পরিমাণ ৪ (চার) মাসের অধিক হইলে, তাহা ছুটির হিসাবের অন্য খাতে জমা দেখানো হইবে, উহা হইতে ডাক্তারি সার্টিফিকেট উপস্থাপন সাপেক্ষে অথবা বাংলাদেশের বাহিরে ধর্মীয় সফর, অধ্যয়ন বা অবকাশ ও চিত্তবিনোদনের জন্য পূর্ণ গড় বেতনে ছুটি মঞ্জুর করা যাইতে পারে।

১৭। **অর্ধ গড় বেতনে ছুটি**।—(১) প্রত্যেক কর্মচারী তৎকর্তৃক দায়িত্ব পালনে অতিবাহিত কার্যদিবসের $\frac{১}{১২}$ হারে অর্ধ গড় বেতনে ছুটি অর্জন করিবেন এবং এইরূপ ছুটি জমা হইবার কোনো সীমা থাকিবে না।

(২) ডাক্তারি সার্টিফিকেট দাখিল সাপেক্ষে, অর্ধ গড় বেতনের ২ (দুই) দিনের ছুটির পরিবর্তে ১ (এক) দিনের পূর্ণ গড় বেতনের ছুটির হারে সর্বোচ্চ ১২ (বারো) মাস পর্যন্ত পূর্ণ গড় বেতনের ছুটিতে রূপান্তরিত করা যাইতে পারে।

১৮। **প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি**।—(১) ডাক্তারি সার্টিফিকেট দ্বারা সমর্থিত হইলে, কোনো কর্মচারীকে তাহার সমগ্র চাকরি জীবনে সর্বোচ্চ ১২ (বারো) মাস পর্যন্ত এবং অন্য কোনো কারণে হইলে ৩ (তিন) মাস পর্যন্ত অর্ধ গড় বেতনে ছুটি মঞ্জুর করা যাইতে পারে।

(২) যখন কোনো কর্মচারী তাহার ছুটি পাওনা হইবার পূর্বেই প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি ভোগ করিয়া ফিরিয়া আসিবেন তখন তিনি পূর্বেই যেই ছুটি ভোগ করিয়াছেন সেই ছুটি অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত নূতনভাবে অর্ধ গড় বেতনে কোনো ছুটি পাইবার অধিকারী হইবেন না।

১৯। **অসাধারণ ছুটি**।—(১) যখন কোনো কর্মচারীর অন্য কোনো প্রকার ছুটি পাওনা থাকিবে না বা অন্য কোনো প্রকার ছুটি পাওনা থাকা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট কর্মচারী লিখিতভাবে অসাধারণ ছুটির জন্য আবেদন করেন, তখন তাহাকে অসাধারণ ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে।

(২) অসাধারণ ছুটির মেয়াদ একবারে ৩ (তিন) মাসের অধিক হইবে না, তবে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে উক্ত ছুটির মেয়াদ বর্ধিত করা যাইতে পারে, যথা:—

(ক) সংশ্লিষ্ট কর্মচারী এই শর্তে বিদেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণের অনুমতিপ্রাপ্ত হইবেন যে, উক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর ৫ (পাঁচ) বৎসরের জন্য তিনি বিটাকে চাকরি করিবেন; অথবা

(খ) সংশ্লিষ্ট কর্মচারী চিকিৎসাধীন রহিয়াছেন; অথবা

(গ) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ এই মর্মে সন্তুষ্ট হইবে যে, কর্মচারী তাহার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে কর্তব্যে যোগদান করিতে অসমর্থ।

(৩) ছুটি মঞ্জুর করিবার ক্ষমতাসম্পন্ন কর্তৃপক্ষ কোনো কর্মচারীর বিনা ছুটিতে অনুপস্থিতির সময়কে ভূতাপেক্ষ কার্যকরতাসহ অসাধারণ ছুটিতে রূপান্তর করিতে পারিবে।

(৪) অসাধারণ ছুটিকাল বিনা বেতনে ছুটি হিসেবে গণ্য হইবে।

২০। **বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি**।—(১) কোনো কর্মচারী তাহার যথাযথ কর্তব্য পালনকালে বা উহা পালনের পরিণতিতে অথবা তাহার পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার কারণে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া অক্ষম হইলে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ তাহাকে বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবে।

(২) যেই অক্ষমতার কারণে বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটির জন্য আবেদন করা হইয়াছে, সেই অক্ষমতা ৩ (তিন) মাসের মধ্যে প্রকাশ না পাইলে এবং যেই ব্যক্তি অক্ষম হন, সেই ব্যক্তি অনুরূপ অক্ষমতার কারণ অবিলম্বে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে অবহিত না করিলে, বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে না।

(৩) যেই মেয়াদের জন্য বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি প্রয়োজন বলিয়া চিকিৎসা পর্ষদ প্রত্যয়ন করিবে সেই মেয়াদের জন্য বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি মঞ্জুর করা হইবে এবং চিকিৎসা পর্ষদের প্রত্যয়ন ব্যতিরেকে উহা বর্ধিত করা হইবে না এবং উক্ত ছুটি ২৪ (চব্বিশ) মাসের অধিক হইবে না।

(৪) বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি অন্য যে-কোনো প্রকার ছুটির সহিত সংযুক্ত করা যাইবে।

(৫) যদি একই ধরনের অবস্থায় পরবর্তীকালে কোনো সময় অক্ষমতা বৃদ্ধি পায় বা উহার পুনরাবৃত্তি ঘটে, তাহা হইলে একাধিকবার বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে, তবে অনুরূপ ছুটির পরিমাণ ২৪ (চব্বিশ) মাসের অধিক হইবে না এবং উক্ত যে কোনো একটি অক্ষমতার কারণে মঞ্জুর করা যাইবে।

(৬) শুধু আনুতোষিক এবং যেইক্ষেত্রে অবসর ভাতা প্রাপ্য হইয়াছেন, সেইক্ষেত্রে অবসর ভাতার জন্য চাকরি হিসাব করিবার সময় বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি কর্তব্য পালনের সময় হিসাবে গণনা করা হইবে এবং ইহা ছুটির হিসাব হইতে বিয়োজন করা হইবে না।

(৭) বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটিকালীন বেতন হইবে উপ-প্রবিধান (৫) এর অধীন মঞ্জুরকৃত ছুটির মেয়াদসহ যে কোনো মেয়াদের ছুটির প্রথম ৪ (চার) মাসের জন্য পূর্ণ গড় বেতন এবং অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য অর্ধ গড় বেতন।

(৮) এই প্রবিধানমালার অন্যান্য বিধানের প্রযোজ্যতা এইরূপ কর্মচারীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য করা যাইতে পারে যিনি তাহার যথাযথ কর্তব্য পালনকালে বা উহা পালনের পরিণতিতে অথবা তাহার পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার কারণে, দুর্ঘটনাবশত আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছেন অথবা যিনি নির্দিষ্ট কোনো কর্তব্য পালনকালে তাহার পদের স্বাভাবিক ঝুঁকি বহির্ভূত অসুস্থতা বা জখম বাড়াইয়া তোলার সম্ভাবনা থাকে এইরূপ অসুস্থতার কারণে অক্ষম হইয়াছেন।

২১। **সঙ্গারোধ ছুটি।**—(১) কোনো কর্মচারীকে তাহার পরিবারে বা গৃহে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক, সময় সময়, জারীকৃত আদেশের দ্বারা নির্ধারণকৃত সংক্রামক ব্যধি থাকিবার কারণে অফিসে উপস্থিত না হইবার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হইলে, যেই সময়ের জন্য উক্তরূপ নির্দেশ কার্যকর থাকিবে সেই সময়কাল হইবে সঙ্গারোধ ছুটি।

(২) অফিস প্রধান কোনো চিকিৎসা পর্ষদ বা নিবন্ধিত চিকিৎসকের সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে অনূর্ধ্ব ২১ (একুশ) দিন অথবা অস্বাভাবিক অবস্থায় ৩০ (ত্রিশ) দিনের জন্য সঙ্গারোধ ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবে।

(৩) সঙ্গারোধের জন্য উপ-প্রবিধান (২) এ উল্লিখিত মেয়াদের অতিরিক্ত ছুটি প্রয়োজন হইলে উহা সাধারণ ছুটি হিসাবে গণ্য হইবে।

(৪) এই প্রবিধানমালা অনুযায়ী প্রাপ্য সর্বাধিক ছুটি সাপেক্ষে, প্রয়োজন হইলে অন্যবিধ ছুটির সহিত সঙ্গারোধ ছুটিও মঞ্জুর করা যাইতে পারে।

(৫) সঙ্গারোধ ছুটিতে থাকাকালীন কোনো কর্মচারীকে তাহার দায়িত্ব পালনে অনুপস্থিত গণ্য করা হইবে না।

২২। **প্রসূতি ছুটি।**—(১) কোনো কর্মচারীকে পূর্ণ গড় বেতনে সর্বাধিক ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত প্রসূতি ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে এবং উহা তাহার পাওনা ছুটির হিসাব হইতে বিয়োজন করা যাইবে না।

(২) প্রসূতি ছুটি মঞ্জুরের অনুরোধ কোনো নিবন্ধিত চিকিৎসক কর্তৃক সমর্থিত হইলে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে কর্মচারীর প্রাপ্য অন্য যে কোনো ছুটির সহিত একত্রে বা সম্প্রসারিত করিয়া মঞ্জুর করা যাইতে পারে।

(৩) বিটাকের কোনো কর্মচারীকে ২ (দুই) বারের অধিক প্রসূতি ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে না।

২৩। **অবসরোত্তর ছুটি**।—(১) কোনো কর্মচারী অর্জিত ছুটি পাওনা সাপেক্ষে ১২ (বারো) মাস পর্যন্ত পূর্ণ গড় বেতনে অবসর উত্তর ছুটি পাইবেন, কিন্তু বীর মুক্তিযোদ্ধা কর্মচারীর ক্ষেত্রে ৬১ (একষট্টি) বৎসর এবং অন্যান্য কর্মচারীর ক্ষেত্রে ৬০ (ষাট) বৎসরের বয়সসীমা অতিক্রমের পর উহা সম্প্রসারণ করা যাইবে না।

(২) কোনো কর্মচারী তাহার অবসর গ্রহণের তারিখের অন্যূন ১ (এক) মাস পূর্বে অবসরোত্তর ছুটির জন্য আবেদন না করিলে তাহার পাওনা ছুটি অবসর গ্রহণের তারিখের পর তামাদি হইয়া যাইবে।

(৩) কোনো কর্মচারী তাহার অবসর গ্রহণের তারিখের পরবর্তী দিনে অবসর উত্তর ছুটিতে যাইবেন।

২৪। **অধ্যয়ন ছুটি**।—(১) বিটাকের কোনো কর্মচারীকে তাহার চাকরির জন্য সহায়ক এইরূপ বৈজ্ঞানিক, কারিগরি বা অনুরূপ বিষয়ে অধ্যয়ন অথবা বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ অর্ধ গড় বেতনে অনধিক ১২ (বারো) মাস পর্যন্ত অধ্যয়নের জন্য ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবে, যাহা তাহার ছুটির হিসাব হইতে বিয়োজন করা যাইবে না।

(২) যেইক্ষেত্রে কোনো কর্মচারীকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোনো অধ্যয়ন ছুটি মঞ্জুর করা হইবে এবং মঞ্জুরিকৃত ছুটির মেয়াদ তাহার শিক্ষা কোর্স ও পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় মেয়াদ অপেক্ষা কম হইবে, সেইক্ষেত্রে সময়ের স্বল্পতা পূরণকল্পে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ তাহাকে অনধিক ১ (এক) বৎসরের জন্য উক্ত অধ্যয়ন ছুটির মেয়াদ বর্ধিত করিতে পারিবে।

(৩) পূর্ণ গড় বেতনে ছুটি, অর্ধ গড় বেতনে ছুটি বা অসাধারণ ছুটির সহিত একত্রে অধ্যয়ন ছুটি মঞ্জুর করা যাইতে পারে, তবে এইরূপ মঞ্জুরকৃত ছুটি একত্রে মোট ২ (দুই) বৎসরের অধিক হইবে না।

২৫। **নৈমিত্তিক ছুটি**।—(১) সরকার, সময় সময়, উহার কর্মচারীর জন্য প্রতি পঞ্জিকা বৎসরে মোট যতদিন নৈমিত্তিক ছুটি নির্ধারণ করিবে কর্মচারী মোট ততদিন নৈমিত্তিক ছুটি পাইবেন।

(২) সরকারি কর্মচারীর জন্য নৈমিত্তিক ছুটি সংক্রান্ত প্রযোজ্য অন্যান্য বিধি-বিধান বিটাকের কর্মচারীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

২৬। **ছুটির পদ্ধতি**।—(১) প্রত্যেক কর্মচারীর ছুটির হিসাব উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত নিয়ম ও পদ্ধতিতে রক্ষণাবেক্ষণ করা হইবে।

(২) ছুটির জন্য সকল আবেদন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে হইতে হইবে।

(৩) আবেদনকারী কর্মচারী যাহার অধীন কর্মরত রহিয়াছেন তাহার সুপারিশক্রমে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবে।

(৪) বিশেষ পরিস্থিতিতে, কোনো কর্মচারী যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, তাহার অধস্তন কোনো কর্মচারীর ছুটি পাওনা রহিয়াছে, তবে তিনি আনুষ্ঠানিক মঞ্জুরি আদেশ সাপেক্ষে তাহাকে অনূর্ধ্ব ১৫ (পনেরো) দিনের জন্য ছুটিতে যাইবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে।

২৭। **ছুটিকালীন বেতন।**—(১) কোনো কর্মচারী পূর্ণ গড় বেতনে ছুটিতে থাকাকালীন উক্ত ছুটি আরম্ভের পূর্বে তিনি সর্বশেষ যেই মূল বেতন পাইয়াছেন সেই বেতনের সমান হারে ছুটিকালীন বেতন পাইবার অধিকারী হইবেন।

(২) কোনো কর্মচারী অর্ধ গড় বেতনে ছুটিতে থাকাকালীন, উক্ত ছুটি আরম্ভের পূর্বে তিনি সর্বশেষ যেই মূল বেতন পাইয়াছেন সেই বেতনের অর্ধহারে ছুটিকালীন বেতন পাইবার অধিকারী হইবে।

(৩) ছুটি যে দেশেই ভোগ করা হউক, ছুটিকালীন বেতন বাংলাদেশি টাকায় বাংলাদেশে প্রদেয় হইবে।

২৮। **ছুটি হইতে প্রত্যাবর্তন।**—ছুটি ভোগরত কোনো কর্মচারীকে ছুটির মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে দায়িত্ব পালনের জন্য তলব করা যাইতে পারে এবং তাহাকে অনুরূপভাবে তলব করা হইলে, তিনি যেই কর্মস্থলে ফিরিয়া আসিবার জন্য নির্দেশিত হইয়াছেন, সেই কর্মস্থলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিবার তারিখ হইতে কর্মরত বলিয়া গণ্য করা হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে ভ্রমণের জন্য উক্ত কর্মচারী ভ্রমণ ভাতা পাইবার অধিকারী হইবেন।

২৯। **ছুটির নগদায়ন।**—(১) যেই কর্মচারী অবসর ভাতা বা ভবিষ্যৎ তহবিলের সুবিধা গ্রহণের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই, সেই কর্মচারী তাহার সম্পূর্ণ চাকরিকালের জন্য সর্বাধিক ১৮ (আঠারো) মাস পর্যন্ত, প্রতি বৎসরে প্রত্যাখাত ছুটির ৫০ (পঞ্চাশ) ভাগ নগদ টাকায় রূপান্তরিত করিবার জন্য অনুমতি পাইবেন।

(২) সর্বশেষ মূল বেতনের ভিত্তিতে উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত ছুটি নগদ টাকায় রূপান্তর করা যাইবে।

পঞ্চম অধ্যায়

ভাতা, সম্মানি ও বোনাস

৩০। **ভ্রমণ ভাতা ও দৈনিক ভাতা।**—কোনো কর্মচারী বাংলাদেশের অভ্যন্তরে তাহার দায়িত্ব পালনার্থে ভ্রমণকালে বা বদলি উপলক্ষ্যে ভ্রমণকালে, সরকার কর্তৃক উহার কর্মচারীর জন্য, সময় সময়, নির্ধারিত হার ও শর্তানুযায়ী ভ্রমণ ভাতা ও দৈনিক ভাতা পাইবার অধিকারী হইবেন।

৩১। **সম্মানি, নগদ অর্থ বা পুরস্কার।**—(১) বিটাক উহার কোনো কর্মচারীকে সাময়িক প্রকৃতির কোনো কর্ম সম্পাদনের জন্য অথবা বিশেষ মেধার প্রয়োজন হয় এইরূপ নব-প্রবর্তনমূলক বা গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কর্মসম্পাদনের জন্য সম্মানি হিসাবে অর্থ, নগদ অর্থ বা পুরস্কার প্রদানের যৌক্তিকতা থাকিলে উক্ত সম্মানি, নগদ অর্থ বা পুরস্কার প্রদান করিতে পারিবে এবং এইক্ষেত্রে পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন কোনো সম্মানি, নগদ অর্থ বা পুরস্কার মঞ্জুর করা হইবে না, যদি এতদুদ্দেশ্যে গঠিত কমিটি কর্তৃক সুপারিশ করা না হয়।

৩২। **দায়িত্ব ভাতা।**—কোনো কর্মচারী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে অন্যূন ২১ (একুশ) দিনের জন্য তাহার স্বীয় দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে সমপদের অথবা উচ্চতর কোনো পদের দায়িত্ব পালন করিলে তাহাকে মূল বেতনের শতকরা ১০ (দশ) ভাগ হারে দায়িত্ব ভাতা প্রদান করা হইবে, তবে উক্ত দায়িত্ব ২ (দুই) মাসের অধিক হইলে বিটাকের মহাপরিচালক কর্তৃক গঠিত বাছাই বা নির্বাচন কমিটির পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

৩৩। **বোনাস।**—সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে, সময় সময়, জারীকৃত সরকারি আদেশ মোতাবেক বিটাকের কর্মচারীকে উৎসব ভাতা, বাংলা নববর্ষ ভাতা, শ্রান্তি বিনোদন ভাতা ও বোনাস প্রদান করা যাইতে পারে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

চাকরির বৃত্তান্ত

৩৪। **চাকরির বৃত্তান্ত।**—(১) প্রত্যেক কর্মচারীর জন্য পৃথক চাকরির বৃত্তান্ত রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে এবং উহা বিটাক কর্তৃক নির্দিষ্ট চাকরি বহিতে সংরক্ষিত থাকিবে।

(২) কোনো কর্মচারী কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মচারীর উপস্থিতিতে প্রতি বৎসরে ১ (এক) বার তাহার চাকরি বহি দেখিতে পারিবেন এবং এইরূপে দেখিবার পর উহাতে লিপিবদ্ধ বিষয় সঠিক ও সম্পূর্ণ বলিয়া উল্লেখপূর্বক তারিখসহ স্বাক্ষর করিবেন।

(৩) যদি কোনো কর্মচারী তাহার চাকরি বহি পরিদর্শনকালে উহাতে কোনো ভুল বা বিলুপ্তি দেখিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি উহা সংশোধনের জন্য ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে বিষয়টি লিখিতভাবে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মচারীর দৃষ্টিগোচর করিবেন।

৩৫। **বার্ষিক অনুবেদন।**—(১) বিটাক উহার কর্মচারী কর্তৃক সম্পাদিত কার্য এবং তাহাদের আচরণ সম্পর্কিত বার্ষিক অনুবেদন প্রণয়ন পদ্ধতি প্রস্তুত করিবে এবং উক্ত অনুবেদন বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন নামে অভিহিত হইবে এবং বিটাকের কোনো কর্মচারীর বিশেষ গোপনীয় অনুবেদন প্রয়োজন হইলে তাহাও প্রতিবেদনাধীন কর্মচারীর নিকট উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ চাহিতে পারিবে।

(২) কোনো কর্মচারী তাহার গোপনীয় অনুবেদন দেখিতে পারিবেন না কিন্তু উহাতে কোনো বিরূপ মন্তব্য থাকিলে, উহার কৈফিয়ত প্রদানের বা তাহার নিজের সংশোধনের সুযোগ প্রদানের জন্য তাহাকে তৎসম্পর্কে অবহিত করিতে হইবে এবং কৈফিয়ত সন্তোষজনক হইলে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বিরূপ মন্তব্য বিমোচন করিতে পারিবে।

সপ্তম অধ্যায়

সাধারণ আচরণ ও শৃঙ্খলা

৩৬। **আচরণ ও শৃঙ্খলা।**—(১) প্রত্যেক কর্মচারী—

(ক) এই প্রবিধানমালা মানিয়া চলিবেন;

(খ) যে ব্যক্তির এখতিয়ার, তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণে আপাতত কর্মে নিয়োজিত রহিয়াছেন, তাহার দ্বারা, সময় সময়, প্রদত্ত সকল আদেশ ও নির্দেশ পালন করিবেন এবং মানিয়া চলিবেন; এবং

(গ) সততা ও অধ্যবসায়ের সহিত বিটাকের চাকরি করিবেন।

(২) কোনো কর্মচারী—

(ক) কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করিবেন না, উহার সাহায্যার্থে চাঁদা প্রদান বা অন্য কোনো উপায়ে উহার সহায়তা করিবেন না এবং বিটাকের স্বার্থের পরিপন্থী কোনো কার্যে নিজেকে জড়িত করিবেন না;

(খ) বিটাকের সহিত লেনদেন রহিয়াছে বা লেনদেন থাকিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে এইরূপ ব্যক্তির নিকট হইতে কোনো দান গ্রহণ করিবেন না;

(গ) কোনো বীমা কোম্পানির এজেন্ট হিসাবে কাজ করিবেন না;

(ঘ) কোনো ব্যবসায়িক কর্মে নিয়োজিত হইবেন না বা নিজে বা অন্য কোনো ব্যক্তির প্রতিনিধি হিসাবে কোনো ব্যবসা পরিচালনা করিবেন না;

(ঙ) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে বাহিরের কোনো বৈতনিক বা অবৈতনিক চাকরি গ্রহণ করিবেন না; এবং

(চ) সরকার বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুরোধ ব্যতীত অন্য কোনো খণ্ডকালীন কার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন না।

(৩) কোনো কর্মচারী বিনা অনুমতিতে কর্মে অনুপস্থিত, বিনা অনুমতিতে অফিস ত্যাগ বা বিলম্বে উপস্থিত হইলে, তাহার বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ সরকারি কর্মচারী (নিয়মিত উপস্থিতি) বিধিমালা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৪) কোনো কর্মচারী পরিচালনা পর্ষদের নিকট বা উহার কোনো সদস্যের নিকট কোনো ব্যক্তিগত নিবেদন পেশ করিতে পারিবেন না এবং কোনো নিবেদন থাকিলে তাহা কর্মচারীর অব্যবহিত উর্ধ্বতন কর্মচারীর মাধ্যমে পেশ করিতে হইবে।

(৫) কোনো কর্মচারী তাহার চাকরি সম্পর্কিত কোনো দাবির সমর্থনে পরিচালনা পর্ষদ বা উহার কোনো কর্মচারীর উপর রাজনৈতিক বা বাইরের কোনো প্রভাব বিস্তার করিবেন না অথবা বিস্তারের চেষ্টা করিবেন না।

(৬) কোনো কর্মচারী তাহার কোনো বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার জন্য কোনো অনুরোধ বা প্রস্তাব লইয়া প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সরাসরি কোনো মন্ত্রী বা সংসদ সদস্য বা অন্য কোনো সরকারি বা বেসরকারি ব্যক্তির শরণাপন্ন হইবেন না।

(৭) কোনো কর্মচারী বিটাকের বিষয়াদি সম্পর্কে সংবাদপত্র বা অন্য কোনো গণমাধ্যমের সহিত কোনো যোগাযোগ স্থাপন করিবেন না।

(৮) প্রত্যেক কর্মচারী অভ্যাসগতভাবে ঋণগ্রস্ততা পরিহার করিবেন।

(৯) এই প্রবিধানমালায় বর্ণিত বিধান সাপেক্ষে কোনো কর্মচারী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে নিকট আত্মীয় বা ব্যক্তিগত বন্ধু ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে এইরূপ কোনো উপহার গ্রহণ করিতে বা তাহার পরিবারের কোনো সদস্যকে বা তাহার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তিকে উপহার গ্রহণের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন না এবং যাহা গ্রহণ কর্তব্য পালনে উপহার দাতার নিকট তাহাকে যে-কোনো প্রকার বাধ্যবাধকতায় আবদ্ধ করিবে, তবে যদি অনুচিত মনোকষ্ট প্রদান ব্যতিরেকে উপহারের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান না করা যায় তাহা হইলে উপহার গ্রহণপূর্বক নিষ্পত্তির সিদ্ধান্তের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করিতে হইবে:

তবে, শর্ত থাকে যে, ধর্মীয় বা সামাজিক প্রথা অনুযায়ী যেই সকল বিবাহ অনুষ্ঠান, বার্ষিকী, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানে উপহার গ্রহণের রীতি প্রচলিত, সেই সকল অনুষ্ঠানে দাপ্তরিক লেনদেনের সহিত সম্পৃক্ত নয় এইরূপ নিকট আত্মীয় বা ব্যক্তিগত বন্ধুর নিকট হইতে, সময় সময়, উপহার গ্রহণ করা যাইবে তবে উপহারের মূল্য ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকার অধিক হইলে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিতে হইবে।

(১০) কোনো কর্মচারী তাহার এখতিয়ারাধীন এলাকার কোনো ব্যক্তি, শিল্প প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোনো সংস্থার ঘন ঘন অমিতব্যয়ী দাওয়াত বা ঘন ঘন দাওয়াত পরিহার করিবেন।

৩৭। **যৌতুক প্রদান ও গ্রহণ**।—কোনো কর্মচারী—

(১) যৌতুক প্রদান বা গ্রহণ করিতে অথবা যৌতুক প্রদানে বা গ্রহণে প্ররোচিত করিতে পারিবেন না; অথবা

(২) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, কনে বা বরের মাতা-পিতা বা অভিভাবকের নিকট যৌতুক দাবি করিতে পারিবেন না।

৩৮। **মূল্যবান ও স্থাবর সম্পত্তি অর্জন ও হস্তান্তর।**—(১) ব্যবসায়ীর সহিত সরল বিশ্বাসে লেনদেনের ক্ষেত্র ব্যতিরেকে একজন কর্মচারী তাহার কর্মস্থল, জেলা বা যেই স্থানীয় এলাকার জন্য তিনি নিয়োজিত সেই এলাকায় বসবাসকারী স্থাবর সম্পত্তির অধিকারী অথবা ব্যবসা-বাণিজ্যরত কোনো ব্যক্তির নিকট ২,৫০,০০০/- (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হজার) টাকার অধিক মূল্যের কোনো স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয়, বিক্রয় বা অন্য কোনো পন্থায় হস্তান্তর করিতে চাহিলে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট নিজের এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবেন, তবে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী নিজেই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ হইলে পরিচালনা পর্ষদের নিকট অভিপ্রায় জানাইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট কর্মচারী তাহার অধস্তন কর্মচারীর সহিত সকল প্রকার লেনদেনের ক্ষেত্রে পরবর্তী উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবেন।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত অভিপ্রায়ের বক্তব্যে লেনদেনের কারণ ও স্থিরকৃত মূল্যসহ লেনদেনের সম্পূর্ণ বিবরণ এবং ক্রয়-বিক্রয় ব্যতীত অন্য কোনো পদ্ধতিতে হস্তান্তর করা হইলে, উক্ত হস্তান্তরের পদ্ধতি উল্লেখসহ লেনদেনের সম্পূর্ণ বিবরণ উল্লেখ করিতে হইবে এবং অতঃপর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে প্রদত্ত আদেশ অনুসারে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী কার্য করিবেন।

(৩) উপ-প্রবিধান (১) ও (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো কর্মচারী বা তাহার পরিবারের কোনো সদস্য পূর্বানুমোদন ব্যতীত—

(ক) ক্রয়, বিক্রয়, দান, উইল বা অন্যভাবে বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত কোনো স্থাবর সম্পত্তি অর্জন বা হস্তান্তর করিতে পারিবেন না; এবং

(খ) কোনো বিদেশি, বিদেশি সরকার বা বিদেশি সংস্থার সহিত কোনো প্রকার ব্যবসায়িক লেনদেন করিতে পারিবেন না।

৩৯। **ইমারত, অ্যাপার্টমেন্ট বা ফ্ল্যাট নির্মাণ বা ক্রয়।**—কোনো কর্মচারী নির্মাণ বা ক্রয়ের প্রয়োজনীয় অর্থের উৎসের উল্লেখপূর্বক আবেদনের মাধ্যমে এই উদ্দেশ্যে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন গ্রহণ না করিয়া ব্যবসায়িক বা আবাসিক উদ্দেশ্যে নিজে বা কোনো ডেভলপারের দ্বারা কোনো ইমারত, অ্যাপার্টমেন্ট বা ফ্ল্যাট নির্মাণ বা ক্রয় করিতে পারিবেন না।

৪০। **সম্পত্তি ঘোষণা।**—(১) প্রত্যেক কর্মচারীকে চাকরিতে প্রবেশের সময় যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে তাহার অথবা তাহার পরিবারের সদস্যের মালিকানাধীন বা দখলে থাকা শেয়ার, সার্টিফিকেট, সিকিউরিটি, বীমা পলিসি এবং মোট ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা বা ততোধিক মূল্যের অলংকারাদিসহ সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট ঘোষণা করিতে হইবে এবং উক্ত ঘোষণায় নিম্নবর্ণিত বিষয়ের উল্লেখ থাকিবে, যথা:—

(ক) যেই জেলায় সম্পত্তি অবস্থিত সেই জেলার নাম;

(খ) ৫০,০০০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকার অধিক মূল্যের প্রত্যেক প্রকারের অলংকারাদি পৃথকভাবে প্রদর্শন করিতে হইবে; এবং

(গ) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সাধারণ বা বিশেষ আদেশের মাধ্যমে আরো যেই সকল তথ্য চাওয়া হয়।

(২) প্রত্যেক কর্মচারীকে প্রতি ৫ (পাঁচ) বৎসর অন্তর ডিসেম্বর মাসে উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, প্রদত্ত ঘোষণায় অথবা বিগত ৫ (পাঁচ) বৎসরের হিসাব বিবরণীতে প্রদর্শিত সম্পত্তির হ্রাস-বৃদ্ধির বিবরণ যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বিটাকের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

৪১। **রাজনীতি এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ।**—(১) কোনো কর্মচারী কোনো রাজনৈতিক দলের বা রাজনৈতিক দলের কোনো অঙ্গ সংগঠনের সদস্য হইতে অথবা অন্য কোনোভাবে উহার সহিত যুক্ত হইতে পারিবেন না অথবা বাংলাদেশে বা বিদেশে কোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করিতে বা কোনো প্রকারেই সহায়তা করিতে পারিবেন না।

(২) কোনো কর্মচারী তাহার তত্ত্বাবধানাধীন, নিয়ন্ত্রণাধীন বা তাহার উপর নির্ভরশীল কোনো ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাংলাদেশে প্রচলিত কোনো আইনে সরকারের বিরুদ্ধে নাশকতামূলক কার্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে, এইরূপ কোনো আন্দোলনে বা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করিতে বা যে-কোনো উপায়ে সহযোগিতা করিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন না।

(৩) কোনো কর্মচারী বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অথবা কোনো স্থানীয় সরকার, সংস্থা বা পরিষদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিতে বা নির্বাচনী প্রচারণায় অংশগ্রহণ করিতে অথবা অন্য কোনোভাবে হস্তক্ষেপ করিতে বা প্রভাব খাটাইতে পারিবেন না।

(৪) যদি কোনো কর্মচারী ভোটারদের উদ্দেশ্যে কোনো বক্তৃতা করেন অথবা অন্য কোনো প্রকারে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিজেকে প্রার্থী হিসাবে বা সম্ভাব্য প্রার্থী হিসাবে জনসম্মুখে কোনো ঘোষণা করেন বা ঘোষণা করিবার অনুমতি প্রদান করেন, তাহা হইলে তিনি উপ-প্রবিধান (৩) এর অধীন উক্ত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

(৫) স্থানীয় সরকার বা সংস্থা বা পরিষদের নির্বাচনে প্রার্থী হইবার জন্য একজন কর্মচারীর ক্ষেত্রে কোনো আইনের দ্বারা বা অধীন বা সরকারের কোনো আদেশে অনুমতি গ্রহণ সাপেক্ষে উক্ত সরকার, সংস্থা বা পরিষদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে উপ-প্রবিধান (৩) ও (৪) এ উল্লিখিত বিধানসমূহ যতটুকু প্রয়োগযোগ্য ততটুকু প্রযোজ্য হইবে।

(৬) কোনো আন্দোলন বা কর্মকাণ্ড এই প্রবিধানমালার অধীন কিনা, সেই সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে উক্ত বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৪২। **নারী সহকর্মীদের প্রতি আচরণ।**—কোনো কর্মচারী নারী সহকর্মীদের প্রতি কোনো প্রকারের এইরূপ কোনো ভাষা ব্যবহার বা আচরণ করিতে পারিবেন না, যাহা অনুচিত এবং দাপ্তরিক শিষ্টাচার ও নারী সহকর্মীদের মর্যাদার হানি ঘটায়।

৪৩। **স্বার্থের দ্বন্দ্ব।**—কোনো কর্মচারী স্বীয় দায়িত্ব পালনকালে যদি দেখিতে পরেন যে, কোনো কোম্পানি বা ফার্ম বা অন্য কোনো ব্যক্তির সহিত কোনো চুক্তি সম্পর্কিত যে কোনো বিষয়ে তাহার পরিবারের কোনো সদস্য বা কোনো নিকটাত্মীয়ের স্বার্থ রহিয়াছে ও এইরূপ কোনো বিষয় তাহার বিবেচনাধীন রহিয়াছে এবং উক্তরূপ কোম্পানি, ফার্ম বা ব্যক্তির অধীন তাহার পরিবারের কোনো সদস্য বা কোনো নিকটাত্মীয় কর্মরত রহিয়াছেন, তাহা হইলে উক্ত বিষয়টি তিনি স্বীয় বিবেচনায় গ্রহণ না করিয়া উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট সিদ্ধান্তের জন্য প্রেরণ করিবেন।

৪৪। **সরকারি সিদ্ধান্ত, আদেশ ইত্যাদি।**—কোনো কর্মচারী সরকারের বা কর্তৃপক্ষের কোনো সিদ্ধান্ত বা আদেশ পালনে জনসম্মুখে আপত্তি উত্থাপন করিতে বা যে কোনো প্রকারে বাধা প্রদান করিতে পারিবেন না অথবা অন্য কোনো ব্যক্তিকে তাহা করিবার জন্য উত্তেজিত বা প্ররোচিত করিতে পারিবেন না।

৪৫। **বিদেশি মিশন ও সাহায্য সংস্থার নিকট তদবির।**—কোনো কর্মচারী নিজের জন্য বিদেশ ভ্রমণের আমন্ত্রণ সংগ্রহ অথবা বিদেশে প্রশিক্ষণের সুবিধা গ্রহণের জন্য দেশে অবস্থিত কোনো বিদেশি মিশন বা সাহায্য সংস্থার নিকট প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো তদবির করিতে পারিবেন না।

৪৬। **বিদেশি নাগরিকত্ব।**—(১) কোনো কর্মচারী সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোনো বিদেশি নাগরিকত্ব গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

(২) যদি কোনো কর্মচারীর স্বামী বা স্ত্রী বিদেশি নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী উহা সরকারকে অবহিত করিবেন।

৪৭। **আচরণ সংক্রান্ত বিধানের প্রযোজ্যতা।**—এই প্রবিধানমালায় বর্ণিত হয় নাই এইরূপ আচরণের ক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারীর জন্য প্রযোজ্য বিধি-বিধান অনুসরণ করিতে হইবে।

৪৮। **দণ্ডের ভিত্তি।**—কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় যদি কোনো কর্মচারী—

(ক) তাহার দায়িত্ব পালনে অবহেলার দায়ে দোষী হন; বা

(খ) অসদাচরণের দায়ে দোষী হন; বা

(গ) পলায়নের জন্য দোষী হন; বা

(ঘ) অদক্ষ হন অথবা দক্ষতা হারাইয়া ফেলেন; বা

(ঙ) নিম্নবর্ণিত কারণে দুর্নীতি পরায়ণ বা যুক্তিসঙ্গতভাবে দুর্নীতি পরায়ণ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন, যথা:—

(অ) তিনি বা তাহার কোনো পোষ্য বা তাহার মাধ্যমে বা তাহার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি, তাহার প্রকাশ্য আয়ের উৎসের সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ এইরূপ অর্থ-সম্পদ বা সম্পত্তি দখলে রাখেন বা যাহা অর্জনের যৌক্তিকতা দেখাইতে তিনি ব্যর্থ হন; এবং

(আ) তাহার প্রকাশ্য আয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা না করিয়া জীবন-যাপন করেন; বা

(চ) চুরি, আত্মসাৎ, তহবিল তছরুপ বা প্রতারণার দায়ে দোষী হন; বা

(ছ) কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে নাশকতামূলক কার্যে লিপ্ত হন বা অনুরূপ কার্যে লিপ্ত রহিয়াছেন বলিয়া সন্দেহ করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে অথবা এইরূপ অন্যান্য ব্যক্তির সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছেন বলিয়া সন্দেহ করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে যে, উক্ত অন্যান্য ব্যক্তি কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে নাশকতামূলক কার্যে লিপ্ত রহিয়াছেন এবং তাহাকে চাকরিতে রাখা জাতীয় নিরাপত্তার প্রতি ক্ষতিকর বলিয়া বিবেচিত হন;

তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ উক্ত কর্মচারীর উপর এক বা একাধিক দণ্ড আরোপ করিতে পারিব।

৪৯। **দণ্ড।**—(১) এই বিধানের অধীন নিম্নবর্ণিত দণ্ড আরোপযোগ্য হইবে, যথা:—

(ক) লঘু দণ্ড, যথা:—

(অ) তিরস্কার;

(আ) নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য পদোন্নতি বা বেতন-বর্ধন স্থগিতকরণ;

(ই) ৭ (সাত) দিনের মূল বেতনের সমপরিমাণ টাকা কর্তন; এবং

(ঈ) বেতনস্কেলের নিম্নস্তরে অবনমিতকরণ;

(খ) গুরু দণ্ড, যথা:—

(অ) নিম্নপদে বা নিম্ন বেতনস্কেলে অবনমিতকরণ;

(আ) কর্মচারী কর্তৃক সংঘটিত বিটাকের আর্থিক ক্ষতির অংশ বিশেষ বা সম্পূর্ণ তাহার বেতন বা অন্য কোনো খাতের পাওনা হইতে আদায়করণ;

(ই) বাধ্যতামূলক অবসর;

(ঈ) চাকরি হইতে অপসারণ; এবং

(উ) চাকরি হইতে বরখাস্ত।

(২) কোনো কর্মচারী চাকরি হইতে বরখাস্তের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে বিটাকের চাকরি প্রাপ্তির অযোগ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইবেন।

৫০। **ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে তদন্তের পদ্ধতি।**—(১) প্রবিধান ৪৮ এর দফা (ছ) অনুসারে কোনো কর্মচারীর বিরুদ্ধে কার্যধারা গ্রহণ করিবার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ—

(ক) সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে লিখিত আদেশ দ্বারা উক্ত আদেশে উল্লিখিত তারিখ হইতে তাহার প্রাপ্য ছুটিতে যাইবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে;

(খ) লিখিত আদেশ দ্বারা তাহার বিষয়ে যেই ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব করিবে, সেই ব্যবস্থা এবং উহা গ্রহণের ভিত্তি সম্পর্কে তাহাকে অবহিত করিবে; এবং

(গ) উপ-প্রবিধান (২) এর অধীন অভিযোগ তদন্তের জন্য গঠিত তদন্ত কমিটির নিকট প্রস্তাবিত ব্যবস্থার বিপক্ষে কারণ দর্শাইবার জন্য তাহাকে যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যে যেইক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ এই মর্মে সন্তুষ্ট হইবে যে, বাংলাদেশের নিরাপত্তার স্বার্থে তাহাকে অনুরূপ সুযোগ প্রদান সমীচীন নহে, সেইক্ষেত্রে তাহাকে অনুরূপ সুযোগ প্রদান করা হইবে না।

(২) উপ-প্রবিধান ১ এর দফা (গ) অনুসারে তদন্ত কমিটি গঠনের প্রয়োজন হইলে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অভিযুক্ত কর্মচারীর পদমর্যাদার নিম্নে নহেন, এইরূপ ৩ (তিন) জন কর্মচারীর সমন্বয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করিবে।

(৩) উপ-প্রবিধান (২) এর অধীন গঠিত তদন্ত কমিটি অভিযোগের তদন্ত করিবে এবং নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট তদন্তের ফলাফল প্রতিবেদন আকারে উপস্থাপন করিবে এবং নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ উক্ত প্রতিবেদনের উপর যেইরূপ উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিবে সেইরূপ নির্দেশ প্রদান করিবে।

৫১। **লঘু দন্ডের ক্ষেত্রে তদন্তের পদ্ধতি।**—(১) এই প্রবিধানমালার অধীন কোনো কর্মচারীর বিরুদ্ধে কার্যধারা সূচনা করিবার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ যদি এইরূপ অভিমত পোষণ করে যে, তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হইলে, তাহাকে তিরস্কার অপেক্ষা কঠোরতর কোনো দণ্ড প্রদান করা হইবে, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ—

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তাহাকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক অভিযোগনামা প্রাপ্তির ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে তাহার আচরণের কৈফিয়ত প্রদান করিবার জন্য এবং তিনি ব্যক্তিগতভাবে শুনানির ইচ্ছা পোষণ করেন কিনা তাহা জানাইবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিবে; এবং

(খ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক উপস্থাপিত কৈফিয়ত যদি কিছু থাকে বিবেচনা করিবে এবং তিনি যদি ব্যক্তিগতভাবে শুনানির ইচ্ছা পোষণ করেন, তবে তাহাকে ব্যক্তিগতভাবে শুনানির সুযোগ প্রদানের পর অথবা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যদি তিনি কৈফিয়ত উপস্থাপন না করেন, তবে তাহাকে লঘু দণ্ড প্রদান করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে অভিযুক্ত ব্যক্তির পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এইরূপ ১ (এক) জন তদন্ত কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তদন্তকারী কর্মচারী তদন্তের প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।

(২) তদন্তকারী কর্মচারীর প্রতিবেদন পাইবার পর কর্তৃপক্ষ তৎসম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে অথবা প্রয়োজন বিবেচনা করিলে, অধিকতর তদন্তের জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবে অথবা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৩) অধিকতর তদন্তের ফলাফল ও প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

(৪) যেইক্ষেত্রে প্রবিধান ৪৮(ক) বা প্রবিধান ৪৮(খ) এর অধীন কোনো কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোনো কার্যধারা সূচনা করিতে হয় এবং কর্তৃপক্ষ অভিমত পোষণ করেন যে, অভিযোগ প্রমাণিত হইলে

তিরস্কারের দণ্ড প্রদান করা হইবে, সেইক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ ব্যক্তিগতভাবে তাহার শুনানি গ্রহণ করত দণ্ডের কারণ লিপিবদ্ধ করিবার পর অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উক্ত দণ্ড আরোপ করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত না হন বা উপস্থিত হইতে অস্বীকার করেন, তাহা হইলে শুনানি ব্যতিরেকেই তাহার উপর উক্ত দণ্ড আরোপ করা যাইবে, অথবা উপ-প্রবিধান (১)(খ) ও উপ-প্রবিধান (৩) এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিবার পর অভিযোগ প্রমাণিত হইলে তিরস্কার অপেক্ষা গুরু দণ্ড আরোপ করা যাইবে।

৫২। **গুরু দণ্ডের ক্ষেত্রে তদন্তের কার্যপ্রণালি।**—(১) যেইক্ষেত্রে কোনো কর্মচারীর বিরুদ্ধে এই প্রবিধানমালার অধীন কোনো কার্যধারা সূচনা করিতে হয় এবং কর্তৃপক্ষ অভিমত পোষণ করে যে, অভিযোগ প্রমাণিত হইলে গুরু দণ্ড আরোপ করা প্রয়োজন, সেইক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ—

(ক) অভিযোগনামা প্রণয়ন করিবে এবং প্রস্তাবিত দণ্ডের বিষয় উহাতে উল্লেখ করিবে, যে সকল অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযোগনামাটি প্রণীত হইয়াছে, উহার বিবরণ এবং কর্তৃপক্ষ আদেশ প্রদানের সময় অন্য যে সকল ঘটনা বিবেচনা করিবার ইচ্ছা পোষণ করেন তাহাও কর্মচারীকে অবহিত করিবে; এবং

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অভিযোগনামা অবহিত করিবার পর ১০ (দশ) কার্যদিবসে মধ্যে তিনি তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনে লিখিত বিবৃতি উপস্থাপন করিবেন এবং প্রস্তাবিত দণ্ড কেন তাহার উপর আরোপ করা হইবে না তৎসম্পর্কে কারণ দর্শাইতে বলিবে এবং তিনি ব্যক্তিগতভাবে শুনানির ইচ্ছা পোষণ করেন কিনা তাহাও উল্লেখ করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উল্লিখিত মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি সময় বৃদ্ধির জন্য আবেদন করেন, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ তাহাকে তাহার লিখিত বিবৃতি পেশ করিবার জন্য ১০ (দশ) কার্যদিবস পর্যন্ত সময় দিতে পারিবে।

(২) যেইক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত বা বর্ধিত সময়ের মধ্যে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য বিবৃতি উপস্থাপন করিবেন, সেইক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট অভিযোগ সংক্রান্ত অন্য বিষয়ে সাক্ষ্য প্রমাণসহ তাহার উক্ত জবাব বিবেচনা করিবে এবং অনুরূপ বিবেচনার পর কর্তৃপক্ষ যদি অভিমত পোষণ করে যে—

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সূচিত কার্যধারাটি অগ্রসর হইবার পর্যাপ্ত কারণ নাই তাহা হইলে উক্ত অভিযোগ প্রত্যাহার করিবে এবং তদানুসারে উক্ত কার্যধারা নিষ্পত্তি হইবে;

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সূচিত কার্যধারাটি অগ্রসর হইবার পর্যাপ্ত কারণ রহিয়াছে, কিন্তু তাহার অভিযোগ প্রমাণিত হইলে লঘু দণ্ড প্রদানের প্রয়োজন হইবে, তাহা হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ব্যক্তিগতভাবে শুনানির সুযোগ প্রদান করিয়া যে কোনো লঘু দণ্ড আরোপ করিতে পারিবে অথবা লঘু দণ্ড আরোপের উদ্দেশ্যে তদন্ত কর্মচারী নিয়োগ করা হইলে বা তদন্ত বোর্ড গঠন করা হইলে তদন্তের জন্য প্রবিধান ৫৩ এর অধীন বর্ণিত কার্যপ্রণালি অনুসরণ করিতে পারিবে; এবং

(গ) উক্ত কার্যধারায় অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর গুরু দণ্ড আরোপের জন্য পর্যাপ্ত কারণ রহিয়াছে, তাহা হইলে অভিযোগ তদন্তের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তির পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন ১ (এক) জন তদন্ত কর্মচারী অথবা একটি তদন্ত বোর্ড নিযুক্ত করিবে।

(৩) যেইক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি নির্ধারিত বা বর্ধিত সময়ের মধ্যে তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য লিখিত বিবৃতি উপস্থাপন না করেন, সেইক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত সময়সীমা বা বর্ধিত সময় উত্তীর্ণ হইবার তারিখ হইতে ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগনামায় বর্ণিত অভিযোগ তদন্তের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তির পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এইরূপ ১ (এক) জন তদন্ত কর্মচারী বা ৩ (তিন) জন কর্মচারীর সমন্বয়ে একটি তদন্ত বোর্ড নিযুক্ত করিবে।

(৪) তদন্ত কর্মচারী বা, ক্ষেত্র বিশেষে, তদন্ত বোর্ড তদন্তের আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে তদন্তের কাজ আরম্ভ করিবে এবং তদন্ত পরিচালনা শেষে তদন্তকারী কর্মচারী বা তদন্ত বোর্ড কর্তৃপক্ষের নিকট তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করিবে।

(৫) তদন্তকারী কর্মচারী বা তদন্ত বোর্ডের তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষ প্রতিবেদনটি বিবেচনা করিবে এবং উক্ত অভিযোগের উপর তাহার সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিবে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উক্ত প্রতিবেদনের কপিসহ সিদ্ধান্তটি অবহিত করিবে।

(৬) কর্তৃপক্ষ যদি গুরু দন্ড আরোপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তবে প্রস্তাবিত দন্ড অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি কেন আরোপ করা হইবে না তৎসম্পর্কে ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে তাহাকে কারণ দর্শাইবার নির্দেশ প্রদান করিবে।

(৭) অভিযুক্ত ব্যক্তি উপ-প্রবিধান (৬) এ বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে কোনো কারণ দর্শাইলে তাহা বিবেচনাপূর্বক কর্তৃপক্ষ উক্ত কার্যধারার উপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উহা অবহিত করিবে।

(৮) এই প্রবিধানের অধীন তদন্ত কার্যধারায় পর্যাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণ লিপিবদ্ধ থাকিতে হইবে এবং যেইক্ষেত্রে কোনো তদন্ত কর্মচারী বা তদন্ত বোর্ড নিযুক্ত করা হইবে সেইক্ষেত্রে উক্ত কর্মচারী বা বোর্ডের তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লিখিত মতামতের স্বপক্ষে যথাযথ যুক্তি ও কারণ থাকিতে হইবে।

(৯) সকল তদন্ত কার্যধারা গোপনীয় বলিয়া গণ্য হইবে।

৫৩। **তদন্ত কর্মচারী কর্তৃক অনুসরণীয় কার্যপ্রণালি।**—(১) তদন্তকারী কর্মচারী বা তদন্ত বোর্ড প্রতিদিন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শুনানি অনুষ্ঠান করিবেন এবং কারণ লিপিবদ্ধ না করিয়া উক্ত শুনানি মুলতবি রাখিবেন না।

(২) এই প্রবিধানের অধীন পরিচালিত তদন্তের ক্ষেত্রে—

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তি যেই সকল অভিযোগ অস্বীকার করিবেন সেই সকল অভিযোগ সম্পর্কে মৌখিক সাক্ষ্যের শুনানিও লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং অভিযোগের বিষয়ে প্রাসঙ্গিক বা গুরুত্বপূর্ণ দালিলিক সাক্ষ্য বিবেচিত হইবে;

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার প্রতিপক্ষের সাক্ষীকে জেরা করিবার এবং ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষ্য প্রদান করিবার এবং তাহার পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য কোনো সাক্ষীকে তলব করিবার অধিকারী হইবেন;

(গ) অভিযোগের সমর্থনে উক্ত বিষয় উপস্থাপনকারী ব্যক্তি ও অভিযুক্ত ব্যক্তি এবং তাহার সমর্থনকারী সাক্ষীকে জেরা করিবার অধিকারী হইবেন;

(ঘ) অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রাসঙ্গিক নথিপত্রের জন্য অনুরোধ করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, তাহাকে নথির টোকার অংশ কোনো প্রকারেই দেখিতে দেওয়া যাইবে না; এবং

(ঙ) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যে লিখিত বিবৃতি প্রদানের নির্দেশ প্রদান করা হইবে, তিনি তাহা লিখিয়া উহাতে স্বাক্ষর করিবেন এবং তিনি উহা স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করিলে তদন্তকারী কর্মচারী উহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন।

(৩) তদন্তকারী কর্মচারী, কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া কোনো নির্দিষ্ট সাক্ষীকে বা কোনো নির্দিষ্ট সাক্ষ্য তলব করিতে বা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

(৪) কর্তৃপক্ষ অভিযোগের সমর্থনে তদন্তকারী কর্মচারীর নিকট বিষয়টি উপস্থাপনের জন্য যে কোনো ব্যক্তিকে মনোনীত করিতে পারিবেন।

(৫) তদন্তকারী কর্মচারী যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি তদন্তের অগ্রগতিতে বাধা প্রদান বা বাধা প্রদানের চেষ্টা করিতেছেন, তাহা হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সতর্ক করিয়া দিবেন এবং ইহার পরও যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহা অমান্য করিয়া পুনরাই একই কাজ করেন, তাহা হইলে তিনি সেই মর্মে তাহার সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিবেন এবং ন্যায় বিচারের জন্য তিনি যেই পদ্ধতি সর্বোত্তম বলিয়া বিবেচনা করিবেন সেই পদ্ধতিতে উক্ত তদন্ত সমাপ্ত করিবেন।

(৬) তদন্তকারী কর্মচারী যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তির আচরণ তাহার কার্যালয়ের জন্য অবমাননাকর, তাহা হইলে তিনি তৎসম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক ঘটনাবলি ও পরিস্থিতি লিপিবদ্ধ করিবেন এবং বিষয়টি কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবেন, অতঃপর কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত বিবেচনা করিলে প্রবিধান ৪৮(খ) মোতাবেক অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে পৃথকভাবে কার্যধারা সূচনা করিতে পারিবেন।

(৭) তদন্ত কর্মচারী তদন্ত সমাপ্তির পর ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে তাহার তদন্তের ফলাফল প্রতিবেদন আকারে কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করিবেন।

(৮) অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী বা নির্দোষ কিনা তাহা উল্লেখপূর্বক তদন্তকারী কর্মচারী প্রতিটি অভিযোগের উপর স্বীয় সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন, তবে শাস্তি বা অন্য বিষয়ে কোনো সুপারিশ প্রদান করিবেন না।

(৯) কর্তৃপক্ষ কোনো বিষয়ে উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিলে, এই প্রবিধানমালার অধীন ১ (এক) জন তদন্তকারী কর্মচারী নিযুক্ত করিবার পরিবর্তে একাধিক ব্যক্তির সমন্বয়ে একটি তদন্ত বোর্ড নিযুক্ত করিতে পারিবে এবং যেইক্ষেত্রে অনুরূপ কোনো তদন্ত বোর্ড নিযুক্ত করা হইবে, সেইক্ষেত্রে এই প্রবিধানে তদন্তকারী কর্মচারীর পরিবর্তে তদন্ত বোর্ড উল্লেখ রহিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(১০) উপ-প্রবিধান (৯) এর অধীন নিযুক্ত বোর্ডের কোনো ১ (এক) জন সদস্যের অনুপস্থিতির কারণে উহার কোনো কার্যক্রম বা সিদ্ধান্ত বাতিল প্রতিপন্ন হইবে না বা তৎসম্পর্কে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

৫৪। **সাময়িক বরখাস্ত।**—(১) কোনো কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগের দায়ে গুরু দন্ড প্রদানের সম্ভাবনা থাকিলে কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় বা সমীচীন বিবেচনা করিলে তাহাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কর্তৃপক্ষ অধিকতর সমীচীন বিবেচনা করিলে এইরূপ কর্মচারীকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করিবার পরিবর্তে লিখিত আদেশ দ্বারা, উক্ত আদেশে উল্লিখিত তারিখ হইতে, তাহার ছুটি প্রাপ্যতা সাপেক্ষে, তাহাকে ছুটিতে যাইবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) কোনো কর্মচারীর প্রতি আরোপিত চাকরি হইতে বরখাস্ত বা অপসারণের দন্ড কোনো আদালত বা প্রশাসনিক ট্রাইবুনালের সিদ্ধান্ত দ্বারা বা উহার ফলে বাতিল বা অকার্যকর বলিয়া ঘোষিত হইলে কর্তৃপক্ষ বিষয়টি বিবেচনার পর মূলত যে, অভিযোগের ভিত্তিতে তাহাকে বরখাস্ত বা অপসারণের দন্ড প্রদান করা হইয়াছিল, সেই বিষয়ে তাহার বিরুদ্ধে আরো তদন্ত কার্য পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৩) আরো তদন্ত কার্য পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইলে উক্ত বরখাস্ত বা অপসারণের দন্ড আরোপের মূল আদেশের তারিখ হইতে উক্ত কর্মচারী সাময়িকভাবে বরখাস্ত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং পরবর্তী আদেশ প্রদান না করা পর্যন্ত সাময়িকভাবে বরখাস্ত থাকিবেন।

(৪) কোনো কর্মচারী সাময়িকভাবে বরখাস্ত থাকিবার সময় সরকারি বিধি ও আদেশানুযায়ী খোরাকি ভাতা পাইবেন।

(৫) ঋণ বা ফৌজদারি অপরাধের দায়ে কারাগারে সোপর্দ ('কারাগারে সোপর্দ' অর্থে 'হেফাজতে' রক্ষিত ব্যক্তিগণও অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবেন) কর্মচারীকে গ্রেফতারের তারিখ হইতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত বলিয়া গণ্য করিতে হইবে এবং তাহার বিরুদ্ধে এই প্রবিধানমালার অধীন সূচিত কার্যধারা সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি যথারীতি খোরাকি ভাতা পাইবেন।

৫৫। **পুনর্বহাল।**—(১) যদি প্রবিধান ৫০ এর উপ-প্রবিধান (১)(ক) মোতাবেক ছুটিতে প্রেরিত কোনো কর্মচারীকে বরখাস্ত, অপসারণ বা পদাবনত করা না হয়, তবে তাহাকে চাকরিতে পুনর্বহাল করা হইবে অথবা ক্ষেত্র বিশেষে তাহাকে তাহার পদমর্যাদায় আসিন বা সমপদমর্যাদা প্রদান করা হইবে এবং ঐ ছুটিকালীন তিনি পূর্ণ বেতনে কর্তব্যরত ছিলেন বলিয়া গণ্য করা হইবে।

(২) সাময়িকভাবে বরখাস্তের পর পুনর্বহালের বিষয় সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস (বিএসআর) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

৫৬। **ঋণ বা ফৌজদারি মামলায় আটক কর্মচারী।**—(১) ঋণ বা ফৌজদারি অপরাধের দায়ে কোনো কর্মচারী কারাগারে সোপর্দ হইবার কারণে কর্তব্য হইতে অনুপস্থিত থাকিলে তাহার বিরুদ্ধে মামলার সমাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত এইরূপ অনুপস্থিতিকালের জন্য কোনো বেতন, ছুটিকালীন বেতন ও ভাতা পাইবেন না এবং মামলার পরিস্থিতি অনুসারে তাহার বেতন ও ভাতা সমন্বয় সাধন করিতে হইবে।

(২) অপরাধ হইতে খালাস পাইলে, অথবা ঋণের দায়ে কারাবরণের ক্ষেত্রে উক্ত দায় তাহার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত পরিস্থিতির কারণে উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া প্রমাণিত হইলে, তাহার প্রাপ্য বেতন-ভাতাদির টাকা সম্পূর্ণরূপে প্রদান করা হইবে।

(৩) উপ-প্রবিধান (২) এর অধীন কোনো কর্মচারীকে সম্পূর্ণ টাকা প্রদান করা হইলে, উক্ত অনুপস্থিতিকালে তিনি কর্তব্যরত ছিলেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত প্রাপ্য বেতন-ভাতাদি বাবদ সম্পূর্ণ টাকা অপেক্ষা কম টাকা প্রদান করা হইলে উক্ত সময় কর্তব্যকাল বা ছুটি বলিয়া গণ্য হইবে কিন্তু আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষ তদানুযায়ী নির্দেশ প্রদান না করিলে এইরূপ গণ্য করা হইবে না।

৫৭। **আদেশের বিরুদ্ধে আপিল।**—(১) কোনো কর্মচারী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সাধারণ বা বিশেষ আদেশবলে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট অথবা যেইক্ষেত্রে অনুরূপ কোনো কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত হয় নাই সেইক্ষেত্রে যে আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষের আদেশের বিরুদ্ধে আপিলের প্রস্তাব করা হইবে, তিনি যে কর্তৃপক্ষের অব্যবহিত অধস্তন তাহার নিকট, অথবা যেইক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অধস্তন কোনো কর্তৃপক্ষ আদেশ প্রদান করিয়াছে, সেইক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল করিতে পারিবেন।

(২) আপিল কর্তৃপক্ষ নিম্নরূপ বিষয়সমূহ বিবেচনা করিবে, যথা:—

(ক) এই প্রবিধানমালার নির্ধারিত পদ্ধতি পালন করা হইয়াছে কিনা, না হইয়া থাকিলে উহার কারণে ন্যায় বিচারের হানি হইয়াছে কিনা;

(খ) অভিযোগের উপর প্রদত্ত সিদ্ধান্ত ন্যায়সঙ্গত কিনা; এবং

(গ) আরোপিত দন্ড মাত্রাতিরিক্ত, পর্যাপ্ত বা অপর্যাপ্ত কিনা।

(৩) আপিল কর্তৃপক্ষ উপ-প্রবিধান (২) এ উল্লিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনা সাপেক্ষে, যে আদেশ প্রদান করা উপযুক্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে সেই আদেশ প্রদান করিবে।

(৪) যে আদেশের বিরুদ্ধে আপিল দাখিল করা হইবে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী তৎসম্পর্কে অবহিত হইবার ৩ (তিন) মাসের মধ্যে উহার বিরুদ্ধে আপিল দাখিল না করিলে উক্ত আপিল গ্রহণযোগ্য হইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, বিলম্বের কারণ সম্পর্কে সন্তুষ্ট হইয়া যথাযথ বিবেচনা করিলে আপিল কর্তৃপক্ষ উক্ত ৩ (তিন) মাস অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও পরবর্তী ৩ (তিন) মাসের মধ্যে কোনো আপিল বিবেচনার জন্য গ্রহণ করিতে পারিবে।

৫৮। **আদালতে বিচারাধীন কার্যধারা।**—(১) কোনো কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোনো আদালতে একই বিষয়ের উপর ফৌজদারি মামলা বা আইনগত কার্যধারা বিচারাধীন থাকিলে, তাহার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তির ব্যাপারে কোনো বাধা থাকিবে না।

(২) সরকারি কর্মচারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শৃঙ্খলা ও আপিল সংক্রান্ত বিধি-বিধানে বর্ণিত কোনো অপরাধ ব্যতীত অন্য কোনো অপরাধের দায়ে কোনো কর্মচারী কোনো আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হইলে, এইরূপ সাজাপ্রাপ্ত উক্ত কর্মচারীকে এই প্রবিধানমালার অধীন শাস্তি প্রদান করা হইবে কিনা কর্তৃপক্ষ তাহা স্থির করিবে।

(৩) কর্তৃপক্ষ এই প্রবিধানমালার অধীন কোনো কর্মচারীকে দণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে, যেইরূপ উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিবে সেইরূপ দণ্ড প্রদান করিতে পারিবে এবং এইরূপ দণ্ড প্রদানের জন্য কোনো কার্যধারা সূচনা করিবার প্রয়োজন হইবে না এবং প্রস্তাবিত দণ্ডের বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইবার জন্যও উক্ত কর্মচারীকে কোনো সুযোগ প্রদানের প্রয়োজন হইবে না।

(৪) কর্তৃপক্ষ উপ-প্রবিধান (৩) এর অধীন উক্ত কর্মচারীর উপর কোনো দণ্ড আরোপ না করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে, যেইক্ষেত্রে তাহাকে চাকরিতে পুনর্বহাল বা বহাল রাখিবার সিদ্ধান্ত হইয়াছে কর্তৃপক্ষকে সেইক্ষেত্রে বিটাকের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

অষ্টম অধ্যায়

অবসর গ্রহণ ও অন্যান্য সুবিধা

৫৯। **ভবিষ্য তহবিল।**—ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা প্রদানের ব্যাপারে কোনো কর্মচারী সরকারি কর্মচারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সকল বিধি-বিধান দ্বারা পরিচালিত হইবেন।

৬০। **আনুতোষিক।**—(১) নিম্নোক্ত যে কোনো কর্মচারী আনুতোষিক পাইবেন, যথা:-

(ক) যিনি বিটাকে কমপক্ষে ৩ (তিন) বৎসর অব্যাহতভাবে চাকরি করিয়াছেন, এবং শাস্তিস্বরূপ চাকরি হইতে বরখাস্ত, পদচ্যুত বা অপসারিত হন নাই;

(খ) ৩ (তিন) বৎসর অব্যাহতভাবে চাকরি করিবার পর যিনি কর্তৃপক্ষের অনুমতিসহ চাকরি হইতে পদত্যাগ বা চাকরি ত্যাগ করিয়াছেন;

(গ) ৩ (তিন) বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্বে নিম্নবর্ণিত কোনো কারণে যে কর্মচারীর চাকরির অবসান হইয়াছে, যথা:—

(অ) তিনি যে পদে নিযুক্ত রহিয়াছেন সেই পদ বিলুপ্ত হইয়াছে অথবা পদ সংখ্যা হ্রাসের কারণে তিনি চাকরি হইতে ছাটাই হইয়াছেন; অথবা

(আ) সম্পূর্ণ বা আংশিক অসামর্থ্যের কারণে তাহাকে চাকরি হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে; অথবা

(ই) চাকরিতে থাকাকালীন তিনি মৃত্যুবরণ করিয়াছেন।

(২) কোনো কর্মচারীকে তাহার চাকরির প্রত্যেক পূর্ণ বৎসর বা উহার অংশ বাবদ ১২০ (একশত বিশ) কার্যদিবসের উর্ধ্বে কোনো সময়ের জন্য ২ (দুই) মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ হারে আনুতোষিক প্রদান করা হইবে।

(৩) সর্বশেষ গৃহীত বেতন আনুতোষিক গণনার মূল ভিত্তি হইবে।

(৪) কোনো কর্মচারীর মৃত্যুর কারণে আনুতোষিক প্রাপ্য হইলে যাহাতে তাহার মনোনীত ব্যক্তি উহা পাইবার অধিকারী হন তজ্জন্য প্রত্যেক কর্মচারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন প্রদান করিবেন।

(৫) কোনো কর্মচারী উপ-প্রবিধান (৪) অনুযায়ী একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন প্রদান করিলে, তাহার মনোনয়নপত্রে, তাহাদিগকে প্রদেয় অংশের উল্লেখ করা না হইলে উক্ত টাকা সমান অংশে ভাগ করিতে হইবে।

(৬) কোনো কর্মচারী যে কোনো সময় লিখিত নোটিশ দ্বারা উক্ত মনোনয়নপত্র বাতিল করিতে পারিবেন এবং এইরূপ করিবার ক্ষেত্রে উক্ত নোটিশের সহিত উপ-প্রবিধান (৪) ও (৫) অনুসারে একটি নূতন মনোনয়নপত্র দাখিল করিবেন।

(৭) কোনো মনোনয়নপত্র না থাকিলে কর্মচারীর মৃত্যুর পর তাহার আনুতোষিকের টাকা উত্তরাধিকার প্রমাণপত্রের ভিত্তিতে তাহার বৈধ ওয়ারিশ বা ওয়ারিশগণকে প্রদান করিতে হইবে।

৬১। **অবসর ভাতা ও অবসর গ্রহণ সুবিধা**।—(১) বিটাকের অবসরভাতা ও অবসর গ্রহণ সুবিধা পরিকল্প অনুসারে যে-কোনো কর্মচারী উক্ত পরিকল্পের অধীন অবসরভাতা ও অবসর গ্রহণ সুবিধা গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করিতে পারিবেন।

(২) উপ-প্রবিধান (১) অনুসারে ইচ্ছা প্রকাশ করা হইলে তাহা চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিবার পর সংশ্লিষ্ট কর্মচারী সরকারি কর্মচারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধি অনুযায়ী অবসরভাতা ও অবসর গ্রহণ সুবিধা পাইবেন।

(৩) কোনো কর্মচারী ভবিষ্য তহবিল হিসাবে নিজের অংশ প্রদান বাবদ জমা টাকা বিটাকের নিকট সমর্পণ করিলে, তিনি উপ-প্রবিধান (২) অনুসারে অবসরভাতা ও অন্যান্য অবসর গ্রহণ সুবিধা পাইবেন।

৬২। **অবসর গ্রহণ ও পুনঃনিয়োগ**।—অবসর গ্রহণ এবং উহার পর পুনঃনিয়োগের বিষয়ে কোনো কর্মচারী সরকারি কর্মচারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধি-বিধান দ্বারা পরিচালিত হইবেন।

৬৩। **চাকরি অবসান ও চাকরি হইতে অপসারণ**।—(১) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কোনো কারণ প্রদর্শন করিয়া এবং ১ (এক) মাসের লিখিত পূর্ব নোটিশ প্রদান করিয়া অথবা উক্ত নোটিশের পরিবর্তে ১ (এক) মাসের বেতন প্রদান করিয়া, কোনো শিক্ষানবিশের চাকরির অবসান ঘটাইতে পারিবে এবং শিক্ষানবিশ তাহার চাকরি অবসানের কারণে কোনো প্রকার ক্ষতিপূরণ পাইবেন না।

(২) এই প্রবিধানমালায় ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কোনো কারণ দর্শাইয়া কোনো কর্মচারীকে ৯০ (নব্বই) দিনের লিখিত পূর্ব নোটিশ প্রদান করিয়া অথবা ৯০ (নব্বই) দিনের বেতন নগদ পরিশোধ করিয়া তাহাকে চাকরি হইতে অপসারণ করিতে পারিবে।

৬৪। **ইস্তফা**।—(১) কোনো কর্মচারী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট তাহার অভিপ্রায় উল্লেখপূর্বক ৩ (তিন) মাসের লিখিত পূর্ব নোটিশ প্রদান না করিয়া তাহার চাকরি ত্যাগ করিতে, ইস্তফা প্রদান করিতে বা চাকরি হইতে বিরত থাকিতে পারিবেন না, এবং এইরূপ নোটিশ প্রদানের ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, তিনি বিটাকে তাহার ৩ (তিন) মাসের বেতনের সমপরিমাণ টাকা ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(২) কোনো শিক্ষানবিশ তাহার অভিপ্রায় উল্লেখপূর্বক ১ (এক) মাসের লিখিত পূর্ব নোটিশ প্রদান না করিয়া তাহার চাকরি ত্যাগ করিতে বা ইস্তফা প্রদান করিতে পারিবেন না, এবং এইরূপ নোটিশ প্রদানে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, তিনি বিটাকে তাহার ১ (এক) মাসের বেতনের সমপরিমাণ টাকা ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৩) যে কর্মচারীর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাজনিত ব্যবস্থা গ্রহণের সূচনা হইয়াছে তিনি বিটাকের চাকরি হইতে ইস্তফাদান করিতে পারিবেন না:

তবে শর্ত থাকে যে, বিটাক যেইরূপ উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিবে সেইরূপ শর্তে, কোনো কর্মচারীকে ইস্তফাদানের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে।

নবম অধ্যায়

বিবিধ

৬৫। **সরকারি বিধি-বিধান এর প্রযোজ্যতা।**—(১) এই প্রবিধানমালায় উল্লেখ নাই, এইরূপ কোনো বিষয়ে, সরকারি কর্মচারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধি-বিধান অনুসরণ করিতে হইবে।

(২) এই প্রবিধানমালা জারি হইবার পর উক্তরূপ কোনো বিষয়ে সরকারি, সংবিধিবদ্ধ বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মচারীর জন্য সরকার কর্তৃক জারীকৃত যে কোনো আদেশ ও নির্দেশ যতদূর সম্ভব অনুসরণ করিতে হইবে।

৬৬। **বিশেষ বিধান।**—(১) তফসিলে উল্লিখিত গাড়ি চালক, সাহায্যকারী, অফিস সহায়ক ও নিরাপত্তা প্রহরী পদসমূহে বর্তমানে কর্মরত কোনো কর্মচারীর অবসর গ্রহণ, পদত্যাগ, মৃত্যু বা অন্য কোনো কারণে উক্ত পদসমূহ শূন্য হইলে অথবা উক্ত পদসমূহে কর্মরত কোনো কর্মচারী উচ্চতর পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত হইলে উক্ত শূন্য পদসমূহে কোনো প্রকার নূতন নিয়োগ বা পদোন্নতি প্রদান করা যাইবে না।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, তফসিলে উল্লিখিত গাড়ি চালক, সাহায্যকারী, অফিস সহায়ক ও নিরাপত্তা প্রহরী পদসমূহে আউটসোর্সিং (Outsourcing) প্রক্রিয়ায় সেবা গ্রহণ নীতিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে সেবা ক্রয় করা যাইবে।

৬৭। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**- (১) বিটাকের ১৯৬২ সনের Rules and Regulations এর article 21(o) এর অধীন প্রণীত Bye-Laws of the Bangladesh Industrial Technical Assistance Centre, অতঃপর উক্ত Bye-Laws বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্দারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও উক্ত Bye-Laws এর অধীন—

(ক) কৃত কোনো কার্য অথবা গৃহীত কোনো ব্যবস্থা এই প্রবিধানমালার অধীন কৃত অথবা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(খ) এই প্রবিধানমালা জারির তারিখে অনিষ্পন্ন কার্যাদি, যতদূর সম্ভব, এই প্রবিধানমালার অধীন নিষ্পন্ন করিতে হইবে।

তফসিল-১
[প্রবিধান ২ এর দফা (৬) দ্রষ্টব্য]

ক্রমিক নম্বর	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের জন্য সর্বোচ্চ বয়সসীমা	নিয়োগের পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় যোগ্যতা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১।	পরিচালক	-	পদোন্নতির মাধ্যমে	(ক) অতিরিক্ত পরিচালক পদে ৩ (তিন) বৎসরের চাকরি; এবং (খ) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকৌশল বিষয়ে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
২।	অতিরিক্ত পরিচালক	-	পদোন্নতির মাধ্যমে	(ক) নির্বাহী প্রকৌশলী পদে ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি; এবং (খ) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকৌশল বিষয়ে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
৩।	নির্বাহী প্রকৌশলী	-	পদোন্নতির মাধ্যমে	(ক) সহকারী প্রকৌশলী পদে ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি; এবং (খ) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকৌশল বিষয়ে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
৪।	উপ-পরিচালক (প্রশাসন)	-	পদোন্নতির মাধ্যমে	(ক) সহকারী পরিচালক (প্রশাসন), পরিকল্পনা কর্মকর্তা, জনসংযোগ কর্মকর্তা বা গুদাম রক্ষণ কর্মকর্তা পদে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি; এবং (খ) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি।
৫।	প্রধান হিসাব রক্ষণ অফিসার	-	পদোন্নতির মাধ্যমে	(ক) হিসাব রক্ষণ অফিসার পদে ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি; এবং (খ) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাণিজ্য অনুষদের যে কোনো বিষয়ে স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি।
৬।	বাজেট ও অডিট অফিসার	-	পদোন্নতির মাধ্যমে	(ক) সহকারী পরিচালক (প্রশাসন), পরিকল্পনা কর্মকর্তা, জনসংযোগ কর্মকর্তা, হিসাব রক্ষণ অফিসার বা গুদাম রক্ষণ কর্মকর্তা পদে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি; এবং (খ) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি।

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
৭।	সহকারী প্রকৌশলী	৩০ বৎসর	(ক) ২০% পদ পদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতি যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; এবং (খ) ৮০% পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে:** (ক) সাব এ্যাসিসটেন্ট ইঞ্জিনিয়ার পদে ৭ (সাত) বৎসরের চাকরি; এবং (খ) কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান বা ইনস্টিটিউট হইতে যন্ত্র প্রকৌশল, তড়িৎ প্রকৌশল বা অনুরূপ প্রকৌশল বিষয়ে ডিপ্লোমা। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:** কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যন্ত্র প্রকৌশল, তড়িৎ প্রকৌশল, Materials and Metallurgical Engineering (MME), Materials Science and Engineering (MSE), Industrial and Production Engineering (IPE) বা Mechatronics Engineering (MTE) বিষয়ে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
৮।	এ্যাসিসটেন্ট প্রোগ্রামার	সরকারি প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার পার্সোনেল নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯ অনুযায়ী।		
৯।	এ্যাসিসটেন্ট মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	সরকারি প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার পার্সোনেল নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯ অনুযায়ী।		
১০।	সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)	৩০ বৎসর	(ক) ৫০% পদ পদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতি যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; এবং (খ) ৫০% পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে:** (ক) প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ক্রয় কর্মকর্তা, হিসাব রক্ষক, অডিটর বা সহকারী গুদাম রক্ষণ কর্মকর্তা পদে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি; এবং (খ) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:** (ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রিসহ সংশ্লিষ্ট কাজে ২ (দুই) বৎসরের অভিজ্ঞতা; বা (খ) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রিসহ প্রশাসনিক কাজে ৩ (তিন) বৎসরের অভিজ্ঞতা।

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১১।	পরিকল্পনা কর্মকর্তা	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	(ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অর্থনীতি, পরিসংখ্যান বা গণিত বিষয়ে স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি; এবং (খ) সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইতে প্রকল্প প্রণয়ন, সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পিসিআর বা ডিপিপি বা আরডিপি প্রণয়ন, প্রকল্পের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও রিপোর্টিং কাজে ৩ (তিন) বৎসরের অভিজ্ঞতা।
১২।	জনসংযোগ কর্মকর্তা	৩০ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে:** (ক) প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ক্রয় কর্মকর্তা বা অডিটর পদে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি; এবং (খ) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:** কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বা টেলিভিশন, ফিল্ম ও ফটোগ্রাফি বিষয়ে স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি।
১৩।	হিসাব রক্ষণ অফিসার	৩০ বৎসর	(ক) ৫০% পদ পদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতি যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; এবং (খ) ৫০% পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে:** (ক) হিসাব রক্ষক বা অডিটর পদে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি; এবং (খ) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:** (ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে হিসাব বিজ্ঞান বা ফাইন্যান্স বিষয়ে স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি; এবং (খ) সংশ্লিষ্ট কাজে ২ (দুই) বৎসরের অভিজ্ঞতা।

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১৪।	গুদাম রক্ষণ কর্মকর্তা	৩০ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে:** (ক) প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ক্রয় কর্মকর্তা, হিসাব রক্ষক, অডিটর বা সহকারী গুদাম রক্ষণ কর্মকর্তা পদে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি; এবং (খ) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:** (ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি; এবং (খ) সংশ্লিষ্ট কাজে ২ (দুই) বৎসরের অভিজ্ঞতা।
১৫।	সাব এ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার	৩০ বৎসর	(ক) ২৫% পদ পদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতি যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; এবং (খ) ৭৫% পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে:** (ক) ডিজাইনার, এস্টিমেটর বা সিনিয়র ফোরম্যান পদে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি; এবং (খ) কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান বা ইনস্টিটিউট হইতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ডিপ্লোমা। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:** (ক) কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান বা ইনস্টিটিউট হইতে যন্ত্র প্রকৌশল, তড়িৎ প্রকৌশল বা অনুরূপ প্রকৌশল বিষয়ে ডিপ্লোমা; এবং (খ) সংশ্লিষ্ট কাজে ২ (দুই) বৎসরের অভিজ্ঞতা।
১৬।	টেকনিক্যাল অফিসার	৩০ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে:** ডিজাইনার, এস্টিমেটর বা সিনিয়র ফোরম্যান পদে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:** কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান বা ইনস্টিটিউট হইতে যন্ত্র প্রকৌশল, তড়িৎ প্রকৌশল বা অনুরূপ প্রকৌশল বিষয়ে ডিপ্লোমা।

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১৭।	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	৩০ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে:** (ক) তত্ত্বাবধায়ক, হোস্টেল সুপারিনটেনডেন্ট, সহকারী হিসাব রক্ষক, গবেষণা সহকারী, নিরীক্ষা সহকারী বা ক্রয় সহকারী পদে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি; এবং (খ) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:** (ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি; এবং (খ) সংশ্লিষ্ট কাজে ২ (দুই) বৎসরের অভিজ্ঞতা।
১৮।	ক্রয় কর্মকর্তা	৩০ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে:** (ক) তত্ত্বাবধায়ক, হোস্টেল সুপারিনটেনডেন্ট, সহকারী হিসাব রক্ষক, গবেষণা সহকারী, নিরীক্ষা সহকারী বা ক্রয় সহকারী পদে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি; এবং (খ) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:** (ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাণিজ্য অনুষদের যে কোনো বিষয়ে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি; এবং (খ) সংশ্লিষ্ট কাজে ২ (দুই) বৎসরের অভিজ্ঞতা।

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১৯।	হিসাব রক্ষক	৩০ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে:** (ক) সহকারী হিসাব রক্ষক বা নিরীক্ষা সহকারী পদে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি; এবং (খ) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি। **সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে:** (ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাণিজ্য অনুষদের যে কোনো বিষয়ে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি; এবং (খ) সংশ্লিষ্ট কাজে ২ (দুই) বৎসরের অভিজ্ঞতা।
২০।	অডিটর	৩০ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে:** (ক) সহকারী হিসাব রক্ষক বা নিরীক্ষা সহকারী পদে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি; এবং (খ) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি। **সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে:** (ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাণিজ্য অনুষদের যে কোনো বিষয়ে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি; এবং (খ) সংশ্লিষ্ট কাজে ২ (দুই) বৎসরের অভিজ্ঞতা।
২১।	ডিজাইনার	৩০ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে:** (ক) সিনিয়র ড্রাফটসম্যান পদে ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি; এবং (খ) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ডিপ্লোমাধারী প্রার্থীকে অগ্রাধিকার প্রদান করিতে হইবে। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:** (ক) কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান বা ইনস্টিটিউট হইতে যন্ত্র প্রকৌশল বিষয়ে ডিপ্লোমা; এবং (খ) সংশ্লিষ্ট কাজে ২ (দুই) বৎসরের অভিজ্ঞতা।

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
২২।	এস্টিমেটর	৩০ বৎসর	(ক) ২৫% পদ পদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; এবং (খ) ৭৫% পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে:** (ক) ফোরম্যান পদে ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি; এবং (খ) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ডিপ্লোমাধারী প্রার্থীকে অগ্রাধিকার প্রদান করিতে হইবে। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:** কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান বা ইনস্টিটিউট হইতে যন্ত্র প্রকৌশল, তড়িৎ প্রকৌশল বা অনুরূপ প্রকৌশল বিষয়ে ডিপ্লোমা।
২৩।	সিনিয়র ফোরম্যান	৩০ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে:** (ক) ফোরম্যান পদে ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি; এবং (খ) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ডিপ্লোমাধারী প্রার্থীকে অগ্রাধিকার প্রদান করিতে হইবে। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:** কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান বা ইনস্টিটিউট হইতে যন্ত্র প্রকৌশল, তড়িৎ প্রকৌশল বা অনুরূপ প্রকৌশল বিষয়ে ডিপ্লোমা।
২৪।	সহকারী গুদাম রক্ষণ কর্মকর্তা	৩০ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে:** (ক) তত্ত্বাবধায়ক, হোস্টেল সুপারিনটেনডেন্ট, সহকারী হিসাব রক্ষক, গবেষণা সহকারী, নিরীক্ষা সহকারী বা ক্রয় সহকারী পদে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি বা গুদাম রক্ষক পদে ৭ (সাত) বৎসরের চাকরি বা ইনভেন্টরি চেকার পদে ১০ (দশ) বৎসরের চাকরি; এবং (খ) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:** (ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি বা যন্ত্র প্রকৌশল বিষয়ে ডিপ্লোমা; এবং (খ) সংশ্লিষ্ট কাজে ৫ (পাঁচ) বৎসরের অভিজ্ঞতা।

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
২৫।	তত্ত্বাবধায়ক	৩০ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে:** (ক) সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর, লাইব্রেরিয়ান বা গুদাম রক্ষক পদে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি বা ক্যাশিয়ার, নিরাপত্তা পরিদর্শক, ইনভেন্টরি চেকার বা উচ্চমান সহকারী পদে অন্যূন ১০ (দশ) বৎসরের চাকরি; এবং (খ) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:** (ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি; এবং (খ) সংশ্লিষ্ট কাজে ২ (দুই) বৎসরের অভিজ্ঞতা।
২৬।	হোস্টেল সুপারিনটেনডেন্ট	৩০ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে:** (ক) সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর, লাইব্রেরিয়ান বা গুদাম রক্ষক পদে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি বা ক্যাশিয়ার, নিরাপত্তা পরিদর্শক, ইনভেন্টরি চেকার বা উচ্চমান সহকারী পদে অন্যূন ১০ (দশ) বৎসরের চাকরি; এবং (খ) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:** (ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি; এবং (খ) সংশ্লিষ্ট কাজে ২ (দুই) বৎসরের অভিজ্ঞতা।

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
২৭।	সহকারী হিসাব রক্ষক	৩০ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে:** (ক) সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর, লাইব্রেরিয়ান বা গুদাম রক্ষক পদে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি বা ক্যাশিয়ার বা উচ্চমান সহকারী পদে অন্যূন ১০ (দশ) বৎসরের চাকরি; এবং (খ) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাণিজ্য অনুষদের যে কোনো বিষয়ে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:** (ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাণিজ্য অনুষদের যে কোনো বিষয়ে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি; এবং (খ) সংশ্লিষ্ট কাজে ২ (দুই) বৎসরের অভিজ্ঞতা।
২৮।	গবেষণা সহকারী	৩০ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে:** (ক) সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর পদে ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি বা উচ্চমান সহকারী পদে ১০ (দশ) বৎসরের চাকরি; এবং (খ) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:** (ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি; এবং (খ) সংশ্লিষ্ট কাজে ৫ (পাঁচ) বৎসরের অভিজ্ঞতা।

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
২৯।	নিরীক্ষা সহকারী	৩০ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে:** (ক) সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর, লাইব্রেরিয়ান বা গুদাম রক্ষক পদে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি বা ক্যাশিয়ার, ইনভেন্টরি চেকার বা উচ্চমান সহকারী পদে অন্যূন ১০ (দশ) বৎসরের চাকরি; এবং (খ) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাণিজ্য অনুষদের যে কোনো বিষয়ে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:** (ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাণিজ্য অনুষদের যে কোনো বিষয়ে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি; এবং (খ) সংশ্লিষ্ট কাজে ৫ (পাঁচ) বৎসরের অভিজ্ঞতা।
৩০।	ক্রয় সহকারী	৩০ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে:** (ক) সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর বা গুদাম রক্ষক পদে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি বা ক্যাশিয়ার, ইনভেন্টরি চেকার বা উচ্চমান সহকারী পদে অন্যূন ১০ (দশ) বৎসরের চাকরি; এবং (খ) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:** (ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি; এবং (খ) সংশ্লিষ্ট কাজে ৫ (পাঁচ) বৎসরের অভিজ্ঞতা।
৩১।	কম্পিউটার অপারেটর	সরকারি প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার পার্সোনেল নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯ অনুযায়ী।		

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
৩২।	সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	৩০ বৎসর	(ক) ৭৫% পদ পদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; এবং (খ) ২৫% পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে:** (ক) উচ্চমান সহকারী পদে ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি; এবং (খ) তফসিল-৪ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:** (ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি; (খ) কম্পিউটার চালনায় দক্ষতা; এবং (গ) তফসিল-২ ও তফসিল-৩ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
৩৩।	ফোরম্যান	৩০ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে:** (ক) সিনিয়র টেকনিশিয়ান পদে ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি; এবং (খ) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (ভোকেশনাল) বা Technical Training Certificate (TTC) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:** (ক) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে মাধ্যমিক স্কুল (ভোকেশনাল) সার্টিফিকেট বা Technical Training Certificate (TTC) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং (খ) সংশ্লিষ্ট কাজে ১০ (দশ) বৎসরের অভিজ্ঞতা।
৩৪।	লাইব্রেরিয়ান	৩০ বৎসর	(ক) ৭৫% পদ পদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; এবং (খ) ২৫% পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে:** (ক) উচ্চমান সহকারী পদে ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি; এবং (খ) তফসিল-৪ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:** (ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি; বা (খ) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রিসহ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা।

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
৩৫।	গুদাম রক্ষক	৩০ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে:** সহকারী গুদাম রক্ষক পদে ৮ (আট) বৎসরের চাকরি। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:** (ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি; এবং (খ) সংশ্লিষ্ট কাজে ৫ (পাঁচ) বৎসরের অভিজ্ঞতা।
৩৬।	সিনিয়র ড্রাফটসম্যান	৩০ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে:** ড্রাফটসম্যান পদে ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:** (ক) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে মাধ্যমিক স্কুল (ভোকেশনাল) সার্টিফিকেট বা Technical Training Certificate (TTC) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং (খ) সংশ্লিষ্ট কাজে ১০ (দশ) বৎসরের অভিজ্ঞতা।
৩৭।	ক্যাশিয়ার	৩০ বৎসর	(ক) ৭৫% পদ পদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; এবং (খ) ২৫% পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে:** (ক) নিম্নমান সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, টেলিফোন অপারেটর বা সময় রক্ষক পদে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি বা ক্যাশ সরকার পদে ১০ (দশ) বৎসরের চাকরি; এবং (খ) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:** (ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাণিজ্য অনুষদের যে কোনো বিষয়ে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি; এবং (খ) সরকারি, আধা-সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় সংশ্লিষ্ট কাজে অন্যূন ৩ (তিন) বৎসরের অভিজ্ঞতা।

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
৩৮।	নিরাপত্তা পরিদর্শক	৩০ বৎসর (প্রতিরক্ষা বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত সদস্যের ক্ষেত্রে বয়স ৪০ বৎসর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য)	(ক) ৫০% পদ পদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; এবং (খ) ৫০% পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে:** (ক) নিরাপত্তা প্রহরী পদে ১৫ (পনেরো) বৎসরের চাকরি; এবং (খ) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:** (ক) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং (খ) সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞতা।
৩৯।	ইনভেন্টরি চেকার	৩০ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে:** সহকারী গুদাম রক্ষক পদে ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:** (ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি; এবং (খ) সংশ্লিষ্ট কাজে ৫ (পাঁচ) বৎসরের অভিজ্ঞতা।
৪০।	উচ্চমান সহকারী	৩০ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে:** (ক) নিম্নমান সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, সময় রক্ষক বা টেলিফোন অপারেটর পদে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি; (খ) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ; এবং (গ) তফসিল-৪ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:** (ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি; (খ) কম্পিউটার চালনায় দক্ষতা; এবং (গ) তফসিল-২ ও তফসিল-৪ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
৪১।	সিনিয়র টেকনিশিয়ান	৩০ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে:** টেকনিশিয়ান পদে ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:** (ক) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে মাধ্যমিক স্কুল (ভোকেশনাল) সার্টিফিকেট বা Technical Training Certificate (TTC) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং (খ) সংশ্লিষ্ট কাজে ১০ (দশ) বৎসরের অভিজ্ঞতা।
৪২।	ড্রাফটসম্যান	৩০ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে:** জুনিয়র ড্রাফটসম্যান পদে ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:** (ক) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে মাধ্যমিক স্কুল (ভোকেশনাল) সার্টিফিকেট বা Technical Training Certificate (TTC) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং (খ) সংশ্লিষ্ট কাজে ৫ (পাঁচ) বৎসরের অভিজ্ঞতা।
৪৩।	টেকনিশিয়ান	৩০ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে:** জুনিয়র টেকনিশিয়ান পদে ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:** (ক) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে মাধ্যমিক স্কুল (ভোকেশনাল) সার্টিফিকেট বা Technical Training Certificate (TTC) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং (খ) সংশ্লিষ্ট কাজে ৫ (পাঁচ) বৎসরের অভিজ্ঞতা।

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
৪৪।	নিম্নমান সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	৩০ বৎসর	(ক) ২৫% পদ পদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; এবং (খ) ৭৫% পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে:** (ক) ক্যাশ সরকার, ডেসপাচ রাইডার বা লাইব্রেরি এটেনডেন্ট পদে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি বা অফিস সহায়ক পদে ৮ (আট) বৎসরের চাকরি; (খ) কম্পিউটার চালনায় দক্ষতা; এবং (গ) তফসিল-৪ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:** (ক) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; (খ) কম্পিউটার চালনায় দক্ষতা; এবং (গ) তফসিল-২ ও তফসিল-৪ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
৪৫।	সময় রক্ষক	৩০ বৎসর	(ক) ২৫% পদ পদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; এবং (খ) ৭৫% পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে:** (ক) ক্যাশ সরকার, ডেসপাচ রাইডার, কেয়ার টেকার বা লাইব্রেরি এটেনডেন্ট পদে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি; এবং (খ) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। **সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে:** (ক) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং (খ) কম্পিউটার চালনায় দক্ষতা।
৪৬।	টেলিফোন অপারেটর	৩০ বৎসর	(ক) ২৫% পদ পদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; এবং (খ) ৭৫% পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে:** (ক) ক্যাশ সরকার, ডেসপাচ রাইডার, কেয়ার টেকার বা লাইব্রেরি এটেনডেন্ট পদে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি; এবং (খ) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। **সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে:** (ক) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং (খ) কম্পিউটার চালনায় দক্ষতা।

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
৪৭।	সহকারী গুদাম রক্ষক	৩০ বৎসর	(ক) ২৫% পদ পদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; এবং (খ) ৭৫% পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে:** (ক) ক্যাশ সরকার, ডেসপাচ রাইডার, কেয়ার টেকার বা লাইব্রেরি এটেনডেন্ট পদে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি; এবং (খ) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। **সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে:** (ক) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং (খ) কম্পিউটার চালনায় দক্ষতা।
৪৮।	জুনিয়র টেকনিশিয়ান	৩০ বৎসর	(ক) ২০% পদ পদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; এবং (খ) ৮০% পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে:** (ক) সাহায্যকারী পদে ৮ (আট) বৎসরের চাকরি; এবং (খ) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে মাধ্যমিক স্কুল (ভোকেশনাল) সার্টিফিকেট বা Technical Training Certificate (TTC) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। **সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে:** (ক) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে মাধ্যমিক স্কুল (ভোকেশনাল) সার্টিফিকেট বা Technical Training Certificate (TTC) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং (খ) সংশ্লিষ্ট কাজে ৩ (তিন) বৎসরের অভিজ্ঞতা।
৪৯।	জুনিয়র ড্রাফটসম্যান	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	(ক) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে মাধ্যমিক স্কুল (ভোকেশনাল) সার্টিফিকেট বা Technical Training Certificate (TTC) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং (খ) সংশ্লিষ্ট কাজে ৩ (তিন) বৎসরের অভিজ্ঞতা।
৫০।	গাড়ি চালক	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	(ক) কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হইতে অষ্টম শ্রেণি অথবা কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং (খ) ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকিতে হইবে।

৫১।	ক্যাশ সরকার	৩০ বৎসর	(ক) ২৫% পদ পদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; এবং (খ) ৭৫% পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে:** (ক) অফিস সহায়ক পদে ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি; এবং (খ) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:** (ক) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে বাণিজ্য বিভাগে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং (খ) তফসিল-২ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
৫২।	ডেসপাচ রাইডার	৩০ বৎসর	(ক) ২৫% পদ পদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; এবং (খ) ৭৫% পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে:** (ক) অফিস সহায়ক বা নিরাপত্তা প্রহরী পদে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি; এবং (খ) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:** (ক) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের জিপিএসহ উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; (খ) ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকিতে হইবে; (গ) কম্পিউটার চালনায় দক্ষতা; এবং (ঘ) তফসিল-৫ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
৫৩।	পাম্প ড্রাইভার	৩০ বৎসর	(ক) ২৫% পদ পদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; এবং (খ) ৭৫% পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে:** সাহায্যকারী পদে ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:** কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে মাধ্যমিক স্কুল (ভোকেশনাল) সার্টিফিকেট বা Technical Training Certificate (TTC) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
৫৪।	কেয়ার টেকার	৩০ বৎসর	(ক) ২৫% পদ পদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; এবং (খ) ৭৫% পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে:** অফিস সহায়ক বা নিরাপত্তা প্রহরী পদে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:** কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
৫৫।	লাইব্রেরি এটেনডেন্ট	৩০ বৎসর	(ক) ২৫% পদ পদোন্নতির মাধ্যমে; তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; এবং (খ) ৭৫% পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে:** (ক) অফিস সহায়ক বা নিরাপত্তা প্রহরী পদে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি; এবং (খ) কম্পিউটার চালনায় দক্ষতা। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:** (ক) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং (খ) কম্পিউটার চালনায় দক্ষতা।
৫৬।	সাহায্যকারী	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
৫৭।	অফিস সহায়ক	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	(ক) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং (খ) তফসিল-৫ অনুযায়ী গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
৫৮।	নিরাপত্তা প্রহরী	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

তফসিল-২

[প্রবিধান ২ এর দফা (৬) দ্রষ্টব্য]

সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর, উচ্চমান সহকারী, নিম্নমান সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক এবং ক্যাশ সরকার পদে সরাসরি নিয়োগ প্রার্থীদের পরীক্ষার নাম, বিষয়, নম্বর ও সময়

পরীক্ষার নাম	পরীক্ষার বিষয়	পরীক্ষার নম্বর	সর্বনিম্ন পাশ নম্বর	সময়
লিখিত পরীক্ষা	১। বাংলা	২০	৫০%	৯০ মিনিট
	২। ইংরেজি	২০		
	৩। গণিত	১৫		
	৪। সাধারণ জ্ঞান	১৫		
	মোট	৭০		
মৌখিক পরীক্ষা		৩০		
	সর্বমোট	১০০		

ব্যাখ্যা: (১) নিম্নবর্ণিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থী মৌখিক পরীক্ষার জন্য যোগ্য বিবেচিত হইবেন, যথা:—

(ক) লিখিত পরীক্ষা; এবং

(খ) সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর পদের জন্য তফসিল-৩ এ বর্ণিত পরীক্ষা এবং উচ্চমান সহকারী ও নিম্নমান সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদের জন্য তফসিল-৪ এ বর্ণিত পরীক্ষা।

(২) কম্পিউটার ওয়ার্ড প্রসেসিং, ই-মেইল, ফ্যাক্স মেশিন, ইত্যাদি চালনার দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।

তফসিল-৩

[প্রবিধান ২ এর দফা (৬) দ্রষ্টব্য]

সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর, ক্ষেত্রমত, সরাসরি বা পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের জন্য প্রার্থীদের সাঁটলিপি ও কম্পিউটার মুদ্রাক্ষর পরীক্ষার বিষয়, গতি, নম্বর ও সময়

পরীক্ষার বিষয়	ইংরেজিতে সর্বনিম্ন গতি (প্রতি মিনিটে)	বাংলায় সর্বনিম্ন গতি (প্রতি মিনিটে)	ইংরেজি পরীক্ষার মোট নম্বর	বাংলা পরীক্ষার মোট নম্বর	সর্বনিম্ন পাশ নম্বর	গড় পাশ নম্বর	ইংরেজি পরীক্ষার সময়	বাংলা পরীক্ষার সময়
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
(সাঁটলিপি)	৮০ শব্দ	৫০ শব্দ	১০০	১০০	৪০%	৫০%	৫ মিনিট	৫ মিনিট
কম্পিউটার মুদ্রাক্ষর	৩০ শব্দ	২৫ শব্দ	৫০	৫০	৪০%	৫০%	১০ মিনিট	১০ মিনিট

ব্যাখ্যা: (১) সাঁটলিপি নোট প্রতিলিপিকরণ (Transcribe) এর জন্য ৩০ (ত্রিশ) মিনিট সময় বরাদ্দ থাকিবে।

(২) ৫% (পাঁচ শতাংশ) এর অধিক ভুলের ক্ষেত্রে কোনো গতি অর্জন করে নাই বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) বাংলা ও ইংরেজি উভয় প্রকার কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরের ক্ষেত্রে ৫ (পাঁচ) টি স্ট্রোক একটি শব্দ হিসাবে গণ্য হইবে।

(৪) সর্বনিম্ন গতিকে পাশ নম্বর ৪০% (চল্লিশ শতাংশ) হিসাবে গণ্য করা হইবে।

তফসিল-৪

[প্রবিধান ২ এর দফা (৬) দ্রষ্টব্য]

উচ্চমান সহকারী ও নিম্নমান সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, ক্ষেত্রমত, সরাসরি বা পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের জন্য প্রার্থীদের কম্পিউটার মুদ্রাক্ষর পরীক্ষার বিষয়, সময়, গতি, নম্বর ও সময়

পরীক্ষার বিষয়	পরীক্ষার সময়	সর্বনিম্ন গতি (প্রতি মিনিটে)	মোট নম্বর	সর্বনিম্ন পাশ নম্বর	গড় পাশ নম্বর
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
ইংরেজি	১০ মিনিট	২০ শব্দ	৫০	৪০%	৫০%
বাংলা	১০ মিনিট	২০ শব্দ	৫০	৪০%	

ব্যাখ্যা: (১) বাংলা ও ইংরেজি উভয় প্রকার কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরের ক্ষেত্রে ৫ (পাঁচ) টি স্ট্রোক একটি শব্দ হিসাবে গণ্য হইবে।

(২) ৫% (পাঁচ শতাংশ) এর অধিক ভুলের ক্ষেত্রে কোনো গতি অর্জন করে নাই বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) সর্বনিম্ন গতিকে পাশ নম্বর ৪০% (চল্লিশ শতাংশ) হিসাবে গণ্য করা হইবে।

তফসিল-৫

[প্রবিধান ২ এর দফা (৬) দ্রষ্টব্য]

ডেসপাচ রাইডার ও অফিস সহায়ক পদে সরাসরি নিয়োগ প্রার্থীদের

পরীক্ষার নাম, বিষয়, নম্বর ও সময়

পরীক্ষার নাম	পরীক্ষার বিষয়	পরীক্ষার নম্বর	সর্বনিম্ন পাশ নম্বর	সময়
লিখিত পরীক্ষা	১। বাংলা	২০	৫০%	১ ঘণ্টা
	২। ইংরেজি	২০		
	৩। গণিত	২০		
	৪। সাধারণ জ্ঞান	১০		
	মোট	৭০		
মৌখিক পরীক্ষা		৩০		
	সর্বমোট	১০০		

কেন্দ্রের আদেশক্রমে

আনোয়ার হোসেন চৌধুরী
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)
১১৬ (খ) তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd.